অমৃতবাজার পত্রিকা।

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাসুল ২৷৷০, ষাণ্মাসিক ৪৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ৩; ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

১০ম ভাগ। { কলিকাতাঃ—১২ই মাঘ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ২৪শে জানুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ। } ৫০ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ,, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ড, যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রকাশের পরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মুল্য ৫৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১ টাকা। ব্যারিং বা পেড একই আশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা এবং সাহেব লোকের পত্র দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ডাকমাশুল বাদে অন্যূন ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পরে।

যে সমস্ত আরোগ্য সমাচার সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে তাহা একত্রে প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বাহুল্য মাত্র। এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রী হমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দ্বৌকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগল পুর

অমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার কারানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে!

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্ব ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টীর ২দুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র,মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎকার ঔষধ তাহা জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ। আসাম

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমে ত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা কারইয় ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী নিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর কলিকাতা

আমার পত্নীর সুতিকার পীড়ার জন্য যে অমৃতরস প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার হই য়াছে।

শ্রীরাজ কুমার ঘোষাল
সীমলা কলিকাতা

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমার একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়েসময়ে এরূপ অজস্র শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করা-ইতে ক্রটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎ-বিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দিন ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুণ দেখিয়া আমার বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমারা মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিযে, মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদান জেলা বর্দ্ধমান

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জ ঠাকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি আক্রান্ত পিত্তশূ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতরসে অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলাম অনেক ডাক্তার হকিম ও বৈদ্য দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই অরোগ্য না হওয়ার অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীকাঙ্গালী নাজীর
পীলে গ্রাম, জেলা হুগলী

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাই আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এ কালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসূদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠ কুর অতীব কষ্টদায়ক ও নাশক গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দেশীয় চি সকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্কাম ও গগনসুন্দ প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এ ং গ্রহিণী মিহির তৈ প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর রোগের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া সে করাইয়াছিলাম তাহাতে তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য ল করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঁশডিহা জেলা বালেশ্বর।

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি অমৃতরস আ ইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উক্ত ঔষ সুতিকা পীড়ার ব্যবহার করা হয় তাহাতে রোগী রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহরি দয়াল চৌধু
উকড় সাহা জেলা বর্দ্ধমান।

শ্রী লোকনাথ দাস বসু

কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে মহাশয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম যাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী

তিতাধিনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতিপূর্ব্বে ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের আবিষ্কার দেখা যায় নাই। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়াছিলাম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা করি যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রী প্রতাপ চন্দ্র দাস

কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত ব্যাধি, বাকরোধ হইয়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার অমৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে বিবেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং এই সমুদয় টীকারই লফ পাইয়াছি অর্থাৎ সমুদ রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণী কান্ত রায়

দামড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য

মলিয়াতা রাজবাটী দুর্গাপুর।

CHOLERA PILL.

'I have very great pleasure in informing you that your cholera pills have been a great boon to those infected with cholera. I tried them in 50 cases in all of which they were successful e[illegible]pt in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to inform you that during the recent outbreak of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness and were found to be efficacious.

T. B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to [illegible] general efficacy of your cholera pills, they [illegible]ng proved superior to all allopathic medicines [illegible] cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that [illegible]r cholera pills were administered in 10 cases [illegible]h successful results.

D. S. Gholker
S. N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

I have much pleasure to inform you that [illegible]ring the present outbreak of cholera here [illegible] have been able to cure several cases without [illegible]y failure by the use of the said pills,

Tarinee Prosad
Pleader,
Judge's Court, Bhagulpore

[illegible] much indebted to you for your cholera [illegible] I have administered thom in upwards of [illegible]es in which I found it to be most effcacious [illegible] confidently say that they the best re- [illegible] for the epidemic, In fact ihey have [illegible]d to be a talisman. Amongst the cases in [illegible] I tried your pills only one proved fatal

drobably on account of [illegible] disease.

Anua Goqal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit,

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Rurk

My sister who was suffering fromee, Dyspepsia and Dysentry for a long chronic greatly benefited by the use of one time, has your valuable Amritarassa. phial of

Jogendra Chander
Pleader, Ludhiana,

The phial of your Amritarassa that sent me has perfectly cured me of Dyspepsia and Diarrhœa I gave a little of it to a Mr Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

NEW AMALGAMATED SOCIETY OF RAILWAY SERVANTS IN INDIA.

REGISTERED UNDER ACT XXI OF 1860

HEAD OFFICE ALLAHABAD.

The above Society has been established for the purpose of carrying out the following objects.

The improvement of the general condition of Railway servants in India. To afford assistance to its members when thrown out of employment. To provide legal support for its members and also render them assistance in cases of sickness. It likewise affords a superannuation allowance to old, or disabled members, and will promote such undertakings as will conduce to the improvement of the Railway service generally. In addition to the above the relatives of a deceased member, not in arrear with his subscriptions at the time of his death, are entitled to the sum of Rs. 250, Rs. 150, or Rs. 75 according to the class of subscribers the deceased member may have belonged to. There is also a Death Benefit Fund attached to the Society and on the death of any member belonging to the Fund his nominee will receive one quarter the amount there is in the Fund.

ANY Railway employee, *whatever his caste, creed,* or *nationality*, is eligible for membership in the Society, providing he is a *sober, steady, industrious* man who *understands* his work, and can *read*, and *write*. The following are the fees payable by members.

	On oining, including 1st month's Subscription and cost of rule book.			Monthly subscription payable in advance.		
	Rs.	Ans.	P.	Rs.	Ans.	P.
Class A.	12	4	0	2	0	0
,, B.	7	4	0	1	0	0
,, C.	3	12	0	0	8	0

And an annual assessment payable in January for all classes of eight annas per member, to revert exclusively to a Delegate Meeting Fund.

The Society is established on most of the Indian Railways, and possesses a journal of its own in which are published the proceedings of the various meetings that are held.

For further information apply to any of the Branch Secretaries or to

F. T. ATKINS
General Secretary
New Amalgamated Society of Railway Servants in India, Allahabad.

Tenders are invited by the undersigned for the supply of 100,000 large, new, light colored, clean, well grown cocoanut husks from which the nuts have been abstracted.

Delivery to be taken at one of the Calcutta Ghauts.

A. LETHBRIDGE.
INSPECTOR GENERAL OF JAILS.
BENGAL.

নোটিশ।

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি (3rd February) পর্য্যন্ত দমদমার স্মল আরমস এমিউনিসন ফ্যাক্টরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্ত্তৃক পেটী ষ্টোরস অর্থাৎ (Petty Stores) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রী প্রভৃতির কন্ট্রাক্টের নিমিত্ত (Sealed) অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা টেণ্ডর (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৮ সালের ১লা এপ্রেল (1st April 1[illegible]) হইতে সন ১৮৭৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ (31st March, 1879) পর্য্যন্ত উপরিউক্ত স্মল আরমস এমুউনিসন ফ্যাক্টরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করার কারখানার আফিশে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের নিমিত্ত (Tender) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র লওয়া যাইবেক সেই সকল জিনিষের ন্যূনাধিক পরিমাণের ফর্দ্দ এবং কন্ট্রাক্ট পত্র লেখা পড়ার ফারম উপরিউক্ত স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) দরখাস্তকারীদিগকে দেখান যাইবে। কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

(৩) যদি কোন টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র গৃহীত হয় তাহা হইলে যাহারা টেণ্ডার দিবেন তাঁহাদিগকে কন্ট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্তাবেজ দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক টাকা কন্ট্রাক্টদারদিগকে দিতে হইবে।

(৪) দুই খান করিয়া টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র দিতে হইবে এবং তাহা ইংরাজিতে লিখিত থাকিবে। প্রত্যেক রকমের জিনিষ যে যে দরে দেওয়া যাইতে পারিবে সেই সেই দর অঙ্কপাত করিয়া ও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

(৫) কেবল ছাপা করা ফারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা ফারমের দুই খান এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খান ফারম দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

(৭) টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের (Inspector General of Ordances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন জিনিষের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই জিনিষের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(৮) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কণ্ট্রাক্ট লেখা পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৯) শ্রীযুক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় উক্ত স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

(১০) যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সময় উপস্থিত হইবেন।

স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি আফিস দমদমা ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৭৭

এ, ওয়াকর মেজর আর, এ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্মল আরমস আমুনিসন ফ্যাক্টরি

A Walker Major R. A. Superintendent
Small Arms Ammunition Factory.

রুশ তুর্ক যুদ্ধ।

প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ মূল্য ও ডাক মাশুল /০ আনা হিসাবে পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। ১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; ১৩৫নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট মহেশচন্দ্র ভৌমিক; ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ও চিথলিয়া দোগাচি পোষ্ট পাবনা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল /০ আনা মাত্র।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JANURAY 24, 1878.

We sometime ago suggested that the people of Nuddea and Jessore ought to do something to express their feeling of gratitude to Mr, Monro who purposes to retire shortly. It is an unfortunate thing for the people of Bengal that Mr. Monro should be compelled to retire from ill-health. We have now many good civilians in Bengal, but it is quite a fact that Mr. Monro is one of the best amongst them. As an enemy he is somewhat unrelenting like all Scotchmen, but then as a friend he is always staunch. Highly intelligent, conscientious, warm-hearted, naturally good-natured, courteous, he was a friend of the people he went to rule, and his administration secured to them advantages which they never before enjoyed. It would be sheer ingratitude not to honor such men when they leave our shores probably for ever.

——o——

A Dispensary for the supply of fresh and genuine medicines at moderate rates is a growing desideratum in the native quarter of Calcutta, to meet which it is proposed to establish one on the model of the first class European Institutions in the Southern division by a Joint-Stock Company with limited liability, under the name and style of the Economic Medical Hall Co. Ld., with a capital of Rupees 25,000 (with power to increase the same to Rs 50,000.) to be raised by 250 shares of Rupees 100 each. The Economic Medical Hall is to be located on the Upper Chitpore Road Northern Division. The movement is set on foot by some respectable and honorable men of Calcutta in whom every confidence can be placed. We wish the Company every success, and we hope our countrymen will lend it that support which the enterprise of a Join Stock Company under native management richly deserves.

——ooo——

The Northern Bengal Railway is at last an accomplished fact. It gives us intense joy to contemplate the immense benefits conferred upon vast myriads of men by the opening of the line, Rungpore, and Dinajpore, two of our most important districts, are no longer inaccessible to the people of lower Bengal. Rungpore produces the finest of jute and finest of tobaco. Last year the principal exports of the District were jute 11,55,200, tobaco 5,57,400 and rice 1,64,500 maunds. Dinagepore near which the capital of Bengal was at one period is now eminently a rice-producing district. The total exports amounted in the past year to 11,86,500 maunds of rice and 77,600 maunds of paddy. After rice comes jute, of which the total exports are 2,40,500 maunds. Pubna is a net-work of river communications and enjoys a trade which is probably greater in proportion to its population than that of any other district in Bengal.

——ooo——

The vernacular schools of Calcutta are doomed. The following circular letter dated 14th December last has been addressed to the Secretaries of these schools :

Sir,—It appears to me that the time has come when your scho[illegible] no longer needs the fetters of Government aid. No[illegible] that the Free scholarship course has been made identical with that of the Middle Vernacular scholarship course I apprehend that the conditions imposed by the Grant in aid Rules will be felt to be be even more restrictive than formerly. If it is your wish that your shool should continue to be under Government inspection, I would gladly recommend that your excellent school be so regarded but I think you will agree with me that it is no longer necessary for Government to give a grant which is of no moment to your prosperous school but which would be of great value to poor schools in other parts of the country.

2. I propose therefore to suggest to the Director of Public Instruction the propriety of discontinuing these unneeded grants to nll the Middle Vernacular schools in Calcutta after the present year.

I have &c.
S. A. W. Garrett
Inspector of Schools P.C.

[illegible] the Government threatens to demolish these useful institutions. We hope the Calcutta public will at least enter a protest against such mischie[illegible]us doings.

——ooo——

[illegible]euter telegraphs dated London, Jan. 17 :—

Parliament was opened to-day by Royal Commission. The speech from the Throne, which was read by the Lord High Chancellor, says :—

"My motive for an early assembly of Parliament is to acquaint you with the efforts made by Government to terminate the war and to receive your advice and assistance." Her Majesty then adverts to the proposal made by the Porte for the mediation of the Powers and the subsequent separate appeal made to the British Governorment, which immediately agreed to enquire of the Czar if he was prepared to entertain proposals for peace. The Czar in reply expressed an earnest desire for peace, and communications were exchanged between Russia and Turkey through the good offices of England which Her Majesty trusts will lead to a pacific solution. Hitherto neither of the belligerents have infringed the conditions of British neutrality, and her Majesty believes that both desire to respect them as far as possible. While these conditions are not infringed, the neutral attitude of England will remain unchanged, but if hostilities are prolonged some unexpected occurrence may oblige the Government to adopt measures of precaution which would require adequate preparation ; and her Majesty trusts to the liberality of her Parliament to supply means.

Her Majesty then says, that her relations with Foreign Powers are friendly, and alludes to the strenuous and successful exertions of the Local Governments in India for the relief of the Famine, and refers to the liberal aid afforded by her people at home and in the colonies for the mitigation of the sufferings of the famine-stricken. Enquiry is to be directed to diminish the chances of future danger from a like calamity.

In conclusion, her Majesty hopes for a peaceful settlement of the difficulty with the Caffres. The Bills to be prosented during the Session are of local interest.

——oo——

The Zemindars of Rungpore are always celebrated for their public spirit. It was they who first took the printing press in the Moffasul of Bengal, and it was they who first organized themselves into something like a political body to defend their rights. These gentlemen had a brush with the Magistrate, the other day. The Magistrate called them together to consider the suitable steps to be taken to receive the Lieutenant Governor who was expected there to open the Northern Bengal Railway. For fireworks and other demonstrations of loyalty they readily expressed a desire to subscribe, but they refused to present an address. They said that they were ready to do all in their power to give a suitable reception to the Ruler of the land, but an address, they were not prepared to present. In the address they were required to say some good things, but they could not conscientiously subscribe to any such thing of the present ruler of the land. On the contrary, they had many things to urge against him, indeed he was the first who dealt a fatal blow to the permanent settlement upon which they and the entire body of middle classes depended for their livelihood. After some discussion a compromise was suggested and agreed to by those who were present. It was proposed to thank the Government only for the opening of the line and not to allude to other matters. This explains the queer nature of the address presented the other day, why it was silent about matters in connection with the present administration of Bengal. Mr. Eden is losing his popularity faster than even what his predecessor, Sir George Campbell, did.

——ooo——

We cannot sufficiently express our pleasure at the intelligence, telegraphed to us by Reuter that, the Secretary of State has directed the Government of India to appoint a commission, composed of 3 or 5 impartial persons to inquire into the best means for the prevention of famines in future. It is to be noted that only impartial men are to be appointed. The question of the famines has been so hotly discussed that it is essential that only impartial men should be appointed. Those who have taken interest in the matter may be divided into two or three distinct parties, *viz.*, the Railwayists, the canalists, and the irrigationists. The Government is in favor of the former and Sir Aurthur Cotton, supported by Mr. John Bright, heads the party of canalists. Thus it is the famine question is yet to be solved, but the Government does not wait to impose taxes till its solution. The taxes are to be imposed now, whatever the solution may be hereafter, and this is the way that the country is governed. Now suppose, if the commission comes to the conclusion that it is not canal nor railways, nor irrigation tanks or wells that are sufficient to prevent famines. If it comes to the conclusion that the poverty of the people, and poverty brought about by an over land assessment, is the cause of the famines, that the material prosperity of the people is decaying under the burden of heavy taxation and thereby making them susceptible to famines, queer will be the position of those who now advocate taxation for the prevention of famines. There are persons who advocate the extention of railways, and others the excavation of canals, but there is another party, to which the people of India belong, who would rather improve the prosperity of the people or rather remove their wretchedness to prevent the recurrence of famines. We hope some impartial persons shall be appointed, persons who are not under the influence of any party whatever. We hope also that some natives shall find a place in the Commission, for it is a matter in which all are interested alike, and natives in such matters would be of great service in bringing the questions to a satisfactory conclusion. We hope also that the Commission will not confine themselves to Government records only but take the evidence of the people.

——ooo——

His Honor the Lieutenant Governor says that the taxation schemes have been well received, and urges upon the Supreme Government on that ground to hurry the bills in the Supreme Council ; but as a matter of fact, have these bills been well received ? Will His Honor condescend to give his authority for the statement ? Is there any native newspaper in Bengal, nay in India, which has received the taxation measures well ? Has any political association spoken in their favor ? The Poona Sarvajanik Sabha sent a deputation here, and one of its objects was to oppose fresh taxation and recommend retrenchment. The British Indian Association has sent a remonstrance against these measures, and the native members of Council have done what they could do to oppose them, Where is the ground for the statement that the proposed taxation measures have been well received ? Is it in the nature of things that taxation schemes should be well received ? when it is admitted on all hands that, the Government can meet [illegible] by retrenchment ? Is India rich that it is a matt[illegible] indifference to the people whether one or more taxes are added to the list ? Is the Government so very popular, does it enjoy so great confidence, that the people do not care to meet the Government half way to throw their purses at its feet ! Is the milk of human kindness so thoroughly dried up that men can approve a measure which proposes to tax people with an income of Rs. 4 per mensem ? Are poorer men generally so very self sacrificing that they can applaud a scheme which touches them and avoids their richer brethren ? The statement was made by Mr. Eden, and it was received with a feeling of great relief by Sir John Strachey that the taxation measures have been well received by the people. The statemen[t] is not correct and cannot be correct from the very nature of things, and wonderful must be the sacrific[e] which His Honor made when he took upon hi[m] self the responsibility of such a reckless assertion. We believe there will be a public protest against these measures, and we think that the position of His Honor will be very queer then ; the Supreme Government may not always take His Honor's word as gospel after such a protest from the public.

——ooo——

JUSTICE AND HER DEVOTEES.

In the ancient and historic city of Patna there lives a family of Mussalmans composed of three brothers. Being Sayads they are highly respected by the Mussalman community of Bengal. They have besides other claims to public regard for their enormous wealth and large charities. These brothers live at the same place and though they have separate houses, they live virtually together. The names of the three brothers are (1) Syad Aboo Mohamud, (2) Syad Aboo Saeed, and (3) Syad Aboo Saleh. The father of these three Aboos congratulated no doubt on the happy selection of these euphonious names, and so similar in sound as well. Perhaps he thought such a selection would secure good luck to his children, at least amity amongst them, but events shewed that it was destined to be otherwise.

The brothers being Zemindars, each of them has a fat dewan no doubt, and that of the younger, Syad Aboo Saeed, rejoices in the name of Tokelal. What this Tokelal is, we know not, but we know what he is not, and he is not an English scholar. He was one day busy in his cutchery, when a telegram was handed over to him. He gave a receipt in his own name and sent for the English clerk to read it for him, his master the second Aboo being absent in the Moffasal. The clerk came and found that the telegram was addressed to Aboo Mahamud and not Aboo Syad. When this mistake was found, it was sent to the real owner, who however refused to accept it. Subsequent events shewed that the telegram was to this effect : "Attacked with Cholera at Monghyr, send another man for papers."

Without waiting for a discussion of the literary merit of the telegram, for it is faulty in that respect—the sender might have easily telegraphed "got cholera, send another for papers" which would have served his purpose as well and saved his master one Rupee,—we shall now give a short history of this telegram. We have said that these Aboo brothers are very rich folks, and as su[ch] finding no legitimate employment under such a Government as ours, were engaged in that most agreeable of pastimes, of quarreling with each other in the Law courts, just to while away their time and find employment for their wealth. In short, the two elder Aboos, Mahamud and Saeed were fighting in the Civil Courts, we believe, for the possession of a house, and Mahamud had sent his Muktiar to Calcutta for certain papers in connection with this case. This Muktiar sent the telegram above alluded to to his master, and this telegram was handed over by mistake to the dewan of the younger Saeed.

This was on the 11th of September, and the matter dropped there. We now see the District Superintendent of Police making a report to the Magistrate of the District. This report is dated the 23rd Oct, and the first paragraph runs to the following effect :—

Sir,—I have the honor to report that in compliance with your instructions I proceeded to Patna City Railway station on the 21st and 22nd Instants and made an enquiry into the facts of the case in which it appears that Aboo Syed received a telegram which was intended for his brother Aboo Mohammed and failed to make the said telegram over to the adressee and *only returned* it after it was demanded from him by the telegraph clerk of Patna Railway Station after that official had become aware of the misdelivery of the telegram.

What these instructions were nobody knows, perhaps they were given verbally. The telegram was handed to Tokelal on the 11th September, and we find the District Superintendent making inquiries on the subject on the 21st and 22nd of the next month. Who moved the Magistrate to take steps in the matter ? Was it Aboo Mahamed ? Ah no ! Aboo Mahamud to whom the telegram belonged, took no interest in the matter. The Magistrate, in an evil hour, somehow or other, got information of the matter, and since then he lost his peace of the mind. His conscience pricked him, his sense of justice was outraged, and his vanity was offended. Was he Mr. Abott Magistrate of Patna or not, and was it a fact that while he was a Magistrate, a telegram was handed over to a wrong

what is worse accepted by him? Does it speak well of his administration? Is it just that a telegram intended for A, should be accepted by B? That wounded, merciless, stern, and we might say cruel divinity, Justice, urged him on, and he directed Mr. Ramsay the Police Superintendent, to proceed at once into the case, whether Aboo Mahamud, to whom the telegram really belonged, liked it or not-

It is now time to speak something of Aboo Saeed personally. We have said that he is rich and that of a most respectable family, but he is also Secretary to the Behar Literary Society. He made a donation of about Rupees forty thousand in various charities, and the Government at last was pleased to confer upon him a title of honor. Aboo Saeed was very happy and he was waiting for the happy day, like an impatient bridegroom, the day when the title would be conferred upon him in open Durbar. The day was fixed, and Mr. Eden was expected in Behar. There was jubillee amongst those to be presented, but a gloom hung over Aboo Saeed. Rumours reached him that he would not be presented! In despair he wrote to the Commissioner for information, and a second and a more humble letter to the same official at last brought the required explanation. He was suspected of having tampered with the telegram and he had no chance until he cleared himself from suspicion. The Lieutenant Governor was appealed to with precisely the same result that he must clear his character from suspicion before he hoped to be presented.

Now we know of many stupendous feats achieved by human ingenuity, of the invention of telegraphs and telephones, of steam engines and monstrous balloons, but human ingenuity does not enable a man to clear his character from suspicion, when he is merely suspected and no charge brought against him. Aboo Saeed was in this predicament, he was only suspected; he was pointed at by the public. People whispered when they saw him, and the Government sought to exclude, and actually excluded him from the darbar, because he was suspected. The telegram mistake occurred on the 11th of September, and up to the 8th of December there was no charge instituted against him, and he was only under the ban of suspicion. On that day Aboo Saeed in sheer despair presented himself before the Magistrate, and boldly challenged him either to hang him or pronounce him innocent, for he could bear it no longer. Brought to bay, the Magistrate was obliged to take some active steps. He was willing to have him prosecuted; but then arose a great difficulty.

Where to find a prosecutor? The brother Aboo Mahamud was asked to help the Magistrate and the police out of this difficulty. But Aboo Mahamud knew that his brother was absent on that day from Patna, he knew further that there was no fraudulent intention on the part of the brother or his dewan. He knew that it was all a mistake of the telegraph peon and his brothers' dewan, and that his brother no sooner learnt the mistake than sought to rectify it. He was, it is true, quarrelling with his brother, but he was a Syad and a gentleman, and was therefore incapable of telling a lie, and he protested against this unwarrantable proceedings of the devotees of Justice.

This was a very great difficulty and this was removed at last in this wise. The services of that innocent good lady, that best of mothers, best of wives and best of women, were brought under contribution. The good Queen was made a prosecutor in the place of the legitimate prosecutor Aboo Mahamud, and the case conducted with spirit. Now we protest with all our might against this mode of bringing our good Queens' name into contempt. Do you think that the Queen would ever give her gracious consent to associate her name in such matters as these? Suppose if Mr. Abbott had asked the consent of Her Majesty, relating all the circumstances; if he had told her Imperial Majesty that Aboo Mahamud declined to prosecute, because he, the only party interested in the matter, thought the thing was done by a mistake, would Her Majesty give her consent to use her name in the matter? Thus the Queen's name and Government are brought into disrepute, and this Her responible advisers heed not!

The case was prosecuted with vigor; a charge was framed; the defendant had to import a couple of barristers, we believe three times, at enormous costs; he was excluded from the Darbar and thus subjected to untold tortures; and then after all these, he was at last acquitted. The Magistrate in recording the order of accquittal justifies himself for framing the charge at all. He says: "In framing a charge I was of opinion, in spite of the fact that some of the witnesses for the prosecution had obviously been tampered with, that there was evidence on which to charge the accused." The Magistrate admits that the evidence for prosecution was tampered with. But was not the case under the personal investigation of the District Superintendent Mr. Ramsay? The order of acquittal then ends with this sentence. "It would be farcical to continue the proceedings after the manner in which these witnesses have now comported themselves. The defendent is acquitted." So at last the eyes of the Magistrate were opened. May we inquire what is to make up for the tortures and losses suffered by Sayad Aboo Saeed? Justice is thus brought into contempt by her over-zealous devotees, justice and the good name of the British Government. If such things are tolerated in this country, the country has no Government.

———000———

IRRIGATION AS REMEDY FOR FAMINE.

This question engaged the attention of the Viceregal Council which met at the Government House on Wednesday before last. The Hon'ble Sir Andrew Clarke dwelt eloquently and at considerable length on the subject. Before he came to India as Minister of the Public Works Department, Sir Andrew was prejudiced in favor not only of Irrigation, but also of Inland navigation, and that one of his dreams has been the hope that during the time he was to sit at the Council Board he "would unite the waters of the Arabian sea with those of the Bay of Bengal by an inland channel." But the stern realities which confronted him afterwards have dispelled this illusion. He is now of opinion that as a remedial measure for famine, Irrigation is utterly a failure. It is impossible to place before the reader the vast array of facts brought forward by Sir Andrew in support of his assertion, but we shall content ourselves by referring only to some of them.

The construction of Irrigation and Navigation works must strike the most heedless as the most obvious way of preventing famines. As Sir Andrew says: "Water in ample abundance, rushing and racing to the Ocean only to be spread and lost in its broad bosom, has to be but bitted and curbed by dam or bund, and then so distributed as to fertilise the wide level plain of India and to secure food and life for man and beast. A step further, and these running rills are deepened, extended, and converted into silent highways to bear to foreign markets the redundant harvest of the tracts they traverse, and to bring back argosies laden with the wealth of other lands." This seemed simple and captivating, but *seeming* is one thing, and to have a project *actually* done is another. One can very glibly write that store up water in large reservoirs and tanks, but they quite forget the cost and the thousand and one difficulties attendant on such great undertakings. Sir Andrew Clarke proves incontestably that all the irrigation schemes undertaken by Government have failed to accomplish the object with which they were started. Financially considered, it is simply folly to extend such works further in India. "For a moment admitting the dictum" says Sir A. Clarke "that there is no district in India that could not be more or less irrigated, and assuming that only 100 millions of acres (say 156,000 square miles.) of its whole surface could have this great blessing conferred on it, at the rate specified, *viz.*, £2 per acre (the Bombay works give Rs. 23½ per acre for protection exclusive of indirect charges,) a capital outlay of 200 millions sterling would be needed, and an annual burden imposed on the people of 8 millions sterling to cover the interest charge at 4 per cent." A proposition so startling might be allowed to answer itself, or still better, by adopting an argument used by Mr. Bright that the taxation of India "is almost without limit so high that you cannot turn the screw a bit more." But as the best means of bringing home the very precarious nature of the revenue derivable from these protective works, Sir Andrew Clarke quotes the following sentence from the Bengal Revenue Report for the past official year:—

> In Midnapore the rainfall was 75 inches more in the opinion of the ryots than is good even for rice. Hence canal water was at a discount. Those cultivators who had executed leases at the commencement of the season regretted that they had done so, and the result seemed to justify their view of the case, as numerous careful experiments made by both Revenue and Engineer Departments showed that the outturn of the irrigated crops was in no degree superior to that of the unirrigated. This following upon a previous year of good rainfall, has brought the Midnapore Canal into the greatest disfavour. There was a large falling off in the leased area, which has again been follwed by a very much larger decrease in 1877-78."

This has the greater significance when it is recollected who the author is, and his devotion and attachment to this branch of his profession, for no better Irrigation Engineer exists in India than Col. Haig. Again he observes:—

> The previous year having been a very favourable one for the unirrigated crops, the area leased for in 1876-77 fell from 55,995 acres to 32,681, but as the season advanced and its real character developed, the lessees repented of their engagements, and endeavoured to evade them by every possible means, first clamouring for a remission of the Government demand on the ground that the water was of no value to them. (which, as it turned out, was true), and when this was refused, endeavouring to prove that water had not been properly supplied. The result has been disheartening for both Government and people. The revenue demands were enforced mostly by process of law, the people resisting them to the last. Very little of the demand for the year was recovered during the year, but the recoveries of arrears of former years were so vigorously carried on that the actual collections exceeded those of any previous year except. 1874-75.

So the subject is surrounded with other difficulties, perhaps more obstructive and more powerful than those which the engineer can overcome or the financier deal with. What has been done already in the way of this artificial irrigation in parts of India, its cost and its results, may thus be rapidly sketched.

Take first, this great province of Bengal, with its 62,000,000 of population, and its 48,000,000 acres of land under food crops, and its 7,500 000 acres producing industrial staples of one kind or the other, and consider its three great irrigation schemes of Orissa, the Sone, and Midnapore. These three projects protect generally some 1,238, 000 acres, or 22 per cent of the whole cultivated area of the province; they will, when completed, fully preserve that area from drought under the worst conditions yet known. In the last year water was taken from them for 360,000 acres, or only a little more than ½ per cent. of the total land under crops. To obtain this result, we have already spent close on 4½ millions sterling, and a little under £4 an acre will have been spent when the works have been completed. In the Punjab, exclusive of ancient works, nearly 3 millions sterling have been spent in irrigating a little more than 1 million acres. The Sirhind project, now drawing to completion, promises well, but none of the other numerous schemes for further irrigation in the Panjab hold out fair prospects of immediate success. The same difficulty applies to the prosperous provinces of the North West, where £5,500,000 have been already expended in irrigating, according to the last returns, some 1,290,000 acres, and in prosecution of works which will eventually command a much wider area. This accomplished, the Ganges and the Jumna, the perennial rivers of these regions will have given up possibly all the treasures they have drawn from the glaciers of their source.

Let us pass on to Madras, where, some six millions sterling have been spent on irrigation schemes, or rather where this amount has been calculated without taking into account the dead stock vlue of the ancient native works. The results are certainly better there, fore whilst in ordinary years some five million acres receive the full benefits of irrigation, in the very worst years, one million six hundred thousand acres are effectually protected, yet Madras, with its 32 millions of people, have even then but seven per cent., of its agricultural industry secured from disaster in years of ordinary rainfall, and a much smaller area in years of drought. In Bombay, exclusive of Scinde, with 19 million acres under cultivation, some 17,000 can now be irrigated, and when the works which are now under construction are completed, costing at present estimates more than two millions, it is hoped, at all events, some eight to nine hundred thousand acres may be protected.

The above would convey but a small idea to the mind of the vast work already accomplished in this country, far exceeding all that has been hitherto done as regards irrigation by collected Europe, with the great canals of Italy and the reservoirs and dams of Spain. It must also be distinctly borne in mind that the early irrigation engineers naturally, and, indeed necessarily, selected those fields in their enterprise, where all the elements of success lay in happiest combination. In alluding to one of these engineers, not the least distinguished, nor the least loud in his upbraidings at the shortcomings of those whom he has left behind in India, for not following his good example, Sir Andrew Clarke very pertinently observes: "he has quite forgotten that he has himself plucked the choicest plums off the tree and has left us only the kernels." Thus it would appear that, according to our P. W. D. Minister, all the best tracts of the country have been already irrigated and the benefits that are likely to be derived from them are more than counterbalanced by the cost incurred in executing those works. According to the same authority we have already spent some 24 millions sterling, and for this we have some 14 thousand square miles actually irrigated with more or less certitude as regards permanency of supply, in other words, we have to pay £1,700 for each square mile or something under £3 an acre. Sir Andrew Clarke further says that, even if we had the water at command, and it were otherwise practicable to protect all the agricultural land of India, it would demand, on this basis, an outlay of at least some three hundred millions sterling.

Sir Andrew thinks that, it is not practicable to irrigate all the agricultural land of India; because, in order to irrigate, we must have water either annual from heaven, or perennial from snow of the Himalayas. The first we must regard as precarious and uncertain, and as for the last Sir Andrew observes "great as is the extent of the region over which the snow waters have their influence, and though possibly more may yet be garnared of their generous and perpetually recurring flow, we have already in the Panjab and in the N. W. Provinces, especially in the latter, appropriated so great a quantity of it that we fear we are approaching the limits of the supply." This last year, we are told, that the Ganges Canal was strained to its utmost and at the tail of its distributaries the cultivators got but a scanty supply, thus rendering more doubtful than before, the wisdom of drawing off any further supply for the proposed Eastern Ganges Canal.

———000———

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল, ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

বঙ্গবন্ধু ইডেন সাহেব।

যখন বেলবিডিয়ারের দরবারে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অহ্বান করিয়া ইডেন সাহেব এদেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের প্রতি যদৃচ্ছা গালি বর্ষণ করেন, তখন এদেশীয়েরা অবাক হন। তাহারা গবর্ণরের মুখ হইতে এরূপ বাক্য প্রথম এই শ্রবণ করেন, উপাধি প্রদান উপলক্ষে ভদ্রলোকদিগকে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া প্রকারান্তরে তাহাদিগকে গালি দেওয়া যে রাজনীতি তাহা তাহারা প্রথম এই প্রত্যক্ষ করেন, এবং এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়ার আজ্ঞা ক্রমে তাঁহার রাজভক্ত ও সদনুষ্ঠানশীল প্রজাদিগকে সম্মান করিবার সময় প্রকারান্তরে তাহাদিগকে অপমান করা যে ভদ্ররীতি ও লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের পদোচিত কার্য্য তাহা তাহারা সর্ব্ব প্রথমে এই দেখেন। তাহারা ইহা দেখিয়া যদিও অবাক হয় তথাচ তাহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন। ইডেন সাহেবকে এ দেশীয়েরা চিরকাল মুরব্বি বলিয়া মান্য করে, পিতার ন্যায় ভক্তি করে, পিতা যেরূপ যে কোন অবস্থাতে পুত্রকে তিরস্কার করিয়া থাকেন ইনিও তাহাই করিয়াছেন। লোকে এই নিমিত্ত ইডেন সাহেবের এ ত্রুটি তত গুরুতর করিয়া লয় না। কলিকাতাবাসীরা ইডেন সাহেবের এই বাক্য প্রতিবাদ করার উদ্যোগ করিয়া শেষে এই নিমিত্ত ক্ষান্ত হয়।

ইডেন সাহেবের বেহার বিভাগের রিপোর্ট পাঠ করিয়া লোকে কেবল অবাক হয় না, তাহারা চমকিয়া উঠে। তিনি এই রিপোর্টে ... করদিগের পতন হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। নীলকরেরা ভাল লোক মন্দ লোক যাহাই হউন কিন্তু ইডেন সাহেব জানেন যে এদেশের লোক নীলকরের নাম শুনিতে পারে না। ইডেন সাহেব ইহাও জানেন যে, এদেশের লোকের নীলকরদিগের উপর এরূপ রাগ কেন। বেহারে ভাল নীলকর থাকিতে পারেন, কিন্তু বেহারে নীলের জন্যে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়, প্রতি দিন শত শত লোকের উপর অত্যাচার হয়, প্রজা ও জমিদার সমান অস্থির তাহাও তিনি জানেন। টেম্পল সাহেব বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিবার সময় বেহার নীলকর সংক্রান্ত একটি গুরুতর ভার নিজ হস্তে গ্রহন করেন। টেম্পল সাহেব নীলকর সংক্রান্ত একটী মিনিটে লিখেন যে, বেহারের নীলকরেরা প্রজার উপর যেরূপ সচরাচর নিষ্পীড়ন করে তাহাতে মফস্বলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তিনি এক বার এই রূপ লিখেন কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার আদেশের প্রতি তত মনোযোগ দেন না। তিনি এই নিমিত্ত আবার তাহাদের প্রতি ঐরূপ আদেশ করেন। তাঁহার এই রূপ লেখার পর ছয় মাসের মধ্যে বেহারের নীলকরদিগের সম্বন্ধে কত মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার সবিশেষ রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত তিনি স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটগণকে আদেশ করেন। এই আদেশ বাহির করিয়াই টেম্পল সাহেব বোম্বাইয়ে গমন করেন এবং ইডেন সাহেব বাঙ্গলার লেফটেনেণ্ট গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং ইডেন সাহেব যে নীলকরদিগের রক্ষার নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বকার লেটেফনাণ্ট গবর্ণরের তাহাদের সম্বন্ধে কি ভাব ছিল তাহা তিনি জানেন। তিনি ইহাও জানেন যে বঙ্গবাসীরা তাঁহার কেবল এক গুণে মোহিত হয়। তিনি নীলকরদিগের বিপক্ষে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হন, এই নিমিত্ত বঙ্গবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়। যদিও তখন তাঁহার বাঙ্গলায় অতি সামান্য পদ ছিল এবং লেফটেনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের বলে তিনি এরূপ কুন্দন করেন, তথাচ লোকে তাঁহার নিকট এই কার্য্যের নিমিত্ত চিরবাধিত হয়, এবং তিনি ইহা জানিয়াও নীলকরদিগের পতন হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে যখনবলেন তখন লোকে সশঙ্কিত হয়, কিন্তু লোকে এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়। ইডেনসাহেব চিরকালএখানেথাকিবেন না,তাঁহার ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ অথবা টেম্পল সাহেবের ন্যায় পদোন্নতি হইয়া শীঘ্র বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিতে না হউক, ৫ বৎসরের অধিক তিনি এখানে থাকিবেন না,সুতরাং তিনি নীলকরদিগের পক্ষ যত সমর্থনই করুন, তাহারা তাঁহার উৎসাহে যত উৎসাহিত হউক, ইহার সীমা আছে, কিন্তু তিনি প্রস্তাবিত লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে কি ভয়ানক কাণ্ডই করিলেন। যে দিন নূতন কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেকট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়,সেদিন ষ্ট্রাচি সাহেব এই কয়েকটী কথা বলিয়া উহা সিলেকট কমিটির হস্তে অর্পণ করেন। "লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধীয় আইনটি গবর্ণমেণ্ট এত ব্যস্ত হইয়া বিধিবদ্ধ করিতেন না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহারা আইনের আপাতত যে আকার আছে তাহা অপেক্ষা সাধ্যমত ভাল আকার প্রদান করিবেন। একটু সময় লইয়া এসম্বন্ধে ব্যবস্থাপকদিগের বিশেষ তর্ক বিতর্ক ও সাধারণের মতামত গ্রহণ করারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইডেন সাহেব বলিতেছেন যে, যে আকারে টেক্স নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহাতে প্রজামাত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছে, অতএব আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, শীঘ্র শীঘ্র ইহা বিধিবদ্ধ যাহাতে হয় তাহা করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে এটি আমরা শীঘ্র ২ বিধিবদ্ধ করিতেছি।"

অপর দেশের ন্যায় এখানে রাজ সভাতে প্রজার পক্ষ ও রাজার পক্ষ দুইটী দল নাই। এখানে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর রাজার প্রতিনিধি ও প্রজারও প্রতিনিধি, প্রত্যুত বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটরি ও ভারতবর্ষে সর্ব্বোপরি গবর্ণর জেনারেল থাকাতে ... প্রজার ... বলিলেও বলা যায়। অন্ততঃ ইংরাজ রাজ নৈতিজ্ঞেরা প্রজার পক্ষ সমর্থন হয় এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় গবর্ণরের পদ সৃষ্টি করেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের প্রজারা যেরূপ উন্নতি ও রাজভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন করে, তেমনি সেখানে চিফ কমিশনারের পরিবর্ত্তে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। সুতরাং ইডেন সাহেব যদিও রাজপ্রতিনিধি কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে তিনি প্রজার হিতও দেখেন। কিন্তু ইডেন সাহেব এ পর্য্যন্ত কার্য্যের দ্বারা যেরূপ দেখাইতেছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে বাঙ্গলাতে উপর্য্যুপরি কর বৃদ্ধি করিয়াওতাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না,দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত দেড় কোটী টাকার প্রয়োজন, ইডেন সাহেব ইচ্ছা করিয়া ইহার প্রায় অর্দ্ধেক বঙ্গবাসীদের স্কন্ধে নিঃক্ষেপ করিলেন এবং ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি এখনও বলিতেছেন যে, কৈ বাঙ্গালিদের এখনও কিছু হয় নাই, বাঙ্গালির স্কন্ধে আরো ট্যাক্স নিঃক্ষেপ করা উচিত। বাঙ্গলার কোটি কোটি দরিদ্র উপায়বিহীন প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ ভার বিধাতা ইডেন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এদেশীয় প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করে ও তাঁহার হস্তে তাহারা নিজ হিতাহিতের কর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে। এরূপ অবস্থাতে এক একটী ভার বাঙ্গলার প্রজায় উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে আর ইডেন সাহেব যেরূপ আনন্দ ধ্বনি করিতেছেন তাহা তাঁহার করা উচিত কি না, ঊর্দ্ধে ও নিম্নের দিকে তাকাইয়া তাঁহার এক বার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ফল বাঙ্গলার প্রজাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তিনি আনন্দিত হইলে আমরা কতক মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। ইংরাজ মহলে এই রূপ রাষ্ট্র যে, বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা ও কতক গুলি নূতন কর স্থাপন করার প্রয়োজন হয় এবং এই দুরূহ কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইডেন সাহেব অগ্রসর হন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও দেখেন যে, ইডেন সাহেব বাঙ্গলার বন্ধু বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন অথচ প্রকৃতপক্ষে ইনি গবর্ণমেণ্টের কৃতদাস এই জন্য অপর উপযুক্ত পাত্র রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে বাঙ্গলার শাসন ভার অর্পণ করেন। সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সে উদ্দেশ্যে তিনি যত কৃতকার্য্য হইবেন ততই তাঁহার স্বার্থ সাধিত হইবে এবং ইহার নিমিত্ত তিনি যদি আনন্দিত হন তাহা হইলে তাঁহার উপর আমাদের ভক্তির স্নেহের লাঘব যতই হউক, ইহা এক রূপ সহ্য ... কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাতে ... বলিলেন যে প্রস্তাবিত কর সম্বন্ধে বঙ্গবাসীরা ... সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং কি রূপেই বা এই অমূলক ... দ্বারা ব্যবস্থাপকগণকে অবিলম্বে লাইসেন্স বিল ... বদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার যদি ... হইয়া থাকে যে কর সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার ... ইহা লইয়া কোন রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে ... নিজের কোন স্বার্থের ক্ষতি হইবে এবং এই নিমিত্ত ... আপনাপনি কল্পনায় রচনা করিয়া ষ্ট্রাচি সাহেবকে ... প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকেন, তথাচ তাঁহার এটিও বি... করা উচিত ছিল যে পুখুর চুরি চলে না। তিনি ... যে, ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্যেরা এই করের প্র... করিয়াছেন, ইংলিশম্যান, ডেলিনিউস, ও ষ্টেসম্যা... যাবদীয় সম্বাদ পত্র ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, ... আর কোন জন্য না হউক, আপন পদের দি... করিয়াও তাঁহার এরূপ আনুমানিক কথা বলা ... ছিল না।

—০—

দেশ রক্ষার উপায়।

দুই বৎসর হইল পুনা সার্ব্বজনিক সভা বোম্বাই প্রে... ন্সিতে একটি অমৃতময় বীজকণা নিঃক্ষেপ করেন। ... ইয়ে উহা ক্রমে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বৃক্ষ ... অমৃতময় ফল প্রসব করিতেছে। পুনার সার্ব্বজনীক ... দেখেন যে, মকর্দ্দমায় দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে। ত... ইহা নিবারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন। এই উ... সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ইন্দাপুর নামক একটি ক্ষুদ্র ... শালিসী বিচারালয় সংস্থাপন করেন। লোকে অবি... শুভকর ... বৎসর আ...িত হইতে না হইতে ...ন করে এবং ... স্থানে এই শালিসী বিচারালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ অব্দে পুনায় শালিসী বিচারালয় স্থাপিত হয়। পুনা নগ... একটী সভা আহূত হয়। সভাস্থ ব্যক্তিরা ৮২ জন নগ... বাসীকে শালিসী নিযুক্ত করেন। ইহারা বিনা বেত... এবং সুবিধামত বিচারালয়ে উপস্থিত হন। অর্থি প্রত্যর্থি... এই ৮২ জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে শালি... নিযুক্ত করিতে পারে এবং ইহারা উপস্থিত হইয়া মকর্দ্দ... নিষ্পত্তি করেন। গত বৎসর এখানে তিন হাজার মকর্দ্দ... নিষ্পত্তি হইয়াছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এই ... বিচার প্রণালী এখনও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং ... আমরা শুনিলাম বোম্বাই রাজধানীতে এই রূপ শালিসী ... বিচারালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

বোম্বাইয়ে যে শুভকর অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে আমরা ... যত্ন করিলে এখানে উহা অনায়াসে স্থাপন করিতে পারি... বোম্বাইবাসীরা বলেন যে, বাঙ্গালিরা তাহাদের অপেক্ষা ... বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। এদেশ হইতে যাহারা বোম্বাইয়ে ... গমন করিয়াছেন তাঁহাদেরও বিশ্বাস যে, বাঙ্গালিরা অনেক অংশে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বোম্বাইবাসীরা ... যে সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা যত্ন করি... সে সদনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারি। আবার যে কার... তাহারা রাজ বিচার পরিত্যাগ করিয়া শালিসী বিচা... শ্রেয়স্কর মনে করেন আমরাও তাহা অনুকূর্ণ অনু... করিয়া থাকি। বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান ... পতন হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করি... বাঙ্গলার জমিদারেরা যে দিন দিন দায়গ্রস্ত হইয়া রসাত... যাইতেছেন ইহাও সকলে জানেন। মধ্যবর্ত্তী লো... যে দিন দিন নিরন্ন হইতেছেন ইহাও কাহারও অবিদি... নাই। আবার কৃষি কার্য্যের অদ্ভুত উন্নতি স্বত্বেও দরি... প্রজাদের দরিদ্রতা যে দূর হইতেছে না ইহা... সকলে স্বীকার করেন। ইহার এক মাত্র কারণ যে মকর্দ্দমা তাহা বোধ হয় সকলে এক বাক্য হইয়া বলিবেন... কিন্তু মকর্দ্দমায় কেবল এই সর্ব্বনাশ করিতেছে না, ইহা ... অপেক্ষা আরো সহস্রগুণ ক্ষতি করিতেছে। হিন্দু পরিবার ... দেব ধাম ছিল। এখানে কেবল লক্ষ্মী স্থিরভাবে ... করিতেন না, হিন্দু সমাজে ও ...

...মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেন। মকর্দ্দমা সমুদয় বিনাশ করিয়াছে এবং অমৃত বিনাশ তদপরিবর্ত্তে পদ্মার স্রোতের ন্যায় গরল ঢালিয়া ।

১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলায় ৪৪৯৬৮৫৩ টাকার ষ্ট্যাম্প হয়। ইহার দশ বৎসর পরে ৭০০৫৭২২ টাকার বিক্রয় হয়। আর চারি বৎসর পরে ৮৭৮৮০২৬ ... এবং ইহার পর বৎসর অর্থাৎ গত বৎসর ...৬৯ টাকার ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। অর্থাৎ ১৮৬০-৬১ অব্দে যে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছিল তাহার ১৫ ... পরে উহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক ষ্ট্যাম্প বিক্রয় কিন্তু ষ্ট্যাম্প দশ কি পাঁচ বৎসর অন্তর এই রূপ বিক্রয় হইতেছে না, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৮১৮০৩৬১ ...র ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়, তাহার পর বৎসর ৮৭৮৮০২৬ ... ও গত বৎসর ৯১৮২৮৫৯ টাকার ষ্ট্যাম্প হইয়াছিল। অর্থাৎ ৭৩ ও ৭৪ খৃঃ অব্দে যত টাকার বিক্রয় হয় তাহার পর বৎসর তাহা অপেক্ষা ...৬৫ টাকার এবং আবার তাহার পর বৎসর অপেক্ষা ...বৎসর ৩৯৪৭৬৩ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। ...মাজে এই রূপ বৎসর বৎসর ষ্ট্যাম্প বিক্রয় বৃদ্ধি ...ছে। এবং ব্যবস্থাপকেরা ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে যে নিয়ম ...তেছেন তাহাতে দেশের যে কি দুর্গতি হইবে তাহা ...ও চিন্তা করা যায় না। এদেশীয় লোকের মকর্দ্দমা ...না দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তদসম্বন্ধে গত বৎ-...র রিপোর্টে গবর্ণমেন্ট এই রূপ লিখেন ;—

গত কয়েক বৎসর হইতে এদেশে মকর্দ্দমার সংখ্যা যেরূপ ...হইতে থাকে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তাহা দেখা যায় না, অপিচ ১৮৭৩ ...দ অপেক্ষা ৭৪ খৃঃ অব্দে কম মকর্দ্দমা রুজু হয়, কিন্তু ৭৫ খৃঃ অব্দে ...৭৪ খৃঃ অঃ অপেক্ষা ৪৪ হাজার মকর্দ্দমা অধিক উপস্থিত হয় নাই, ...খৃঃ অব্দ অপেক্ষাও ৩৩ হাজার অধিক মকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে।

...দেশে শা- ... বোম্বাইবাসীরা এই ... বিস্তার করার [illegible] ...রিতেছেন। ...সী বিচার এই রূপ যত্ন করা উচিত। মকর্দ্দমা করিয়া যদি আমাদের কোন সম্প্রদায় লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইত তাহা হইলে তাহারা এই সদনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু যাহারা একবার মকর্দ্দমা করিয়াছেন তাহারা জানেন যে ইহাতে কত লাঞ্ছনা, কত ব্যয়, এবং তাহার পরিণাম কি বিষময়। অর্থি প্রত্যর্থি উভয়েই যে ...ষে এক দশাপন্ন হইয়া বিচারালয় হইতে বহির্গত হয় ...। যিনি একবার মকর্দ্দমা করিয়াছেন তিনিই ...নেন। তবে ইহাতে উকিল, মুক্তিয়ারের উপার্জ্জনের কিছু ক্ষতি আছে, আবার দুর্ভাগ্যের মধ্যে যে যদি এদেশে কস্মীনকালে এরূপ সদ্বিচারে প্রথা প্রচলিত হয় তাহা হইলে উকিলদিগের উদ্যোগেই হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু আমরা জানি উকিলেরা এরূপ নীচ ওস্বার্থপর নহেনঅনেক উকিলের নিকট ঘরোয়া বিবাদ সংক্রান্ত মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে তাহারা ইহা আপনা অপনি নিষ্পত্তি করার যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু শালিসী বিচার হইলে বা উকিল মুক্তিয়ারের কেন ক্ষতি হইবে ? শালিসী বিচারালয়ে উকিল মুক্তিয়ারের প্রয়োজন হইবে এবং তাহারা রাজ বিচারালয়ে যেরূপ ফিস পাইতেন শালিসী বিচারালয়েও তাহাই পাইবেন। এখন তাহারা যখন কোন শালিসী বিচারালয়ে গমন করেন তখন ফিশ পাইয়া থাকেন। শালিসী বিচারালয় হইলে যে অপেক্ষাকৃত সুবিচার হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। ইহাতে অপেক্ষা-... বিস্তর কম ব্যয় হইবে তাহাও বোধ হয় সকলে ...নেন। আবার এখন যেরূপ মকর্দ্দমার সূত্রে আমাদের আত্মবিচ্ছেদ হইতেছে ইহাও যে কমিয়া যাইবে তাহাও এক রূপ নিশ্চিত। এরূপ সদনুষ্ঠান আপাততঃ কলিকাতায় হইবে না। যদি হয় তবে মফঃস্বলে আরম্ভ হইবে এবং মফঃস্বলের মধ্যে ঢাকা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় সর্ব্বাগ্রে ইহার অনুষ্ঠান হওয়ার সম্ভাবনা। এই কয়েকটী জেলার লোক অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং দেশহিতৈষী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

এদেশীয়েরা এই সদনুষ্ঠানে উৎসাহী হন এই নিমিত্ত আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, বোম্বাইয়ে অনেক অনেক স্থানে ইহা সংস্থাপিত হইয়া উহা দ্বারা সুচারুপূর্ব্বক কার্য্য চলিতেছে এবং বোম্বাই রাজধানীতে ইহার অনুষ্ঠান হইতেছে। আবার ডেকান হেরাল্ড লিখিয়াছেন যে, সুরাটে শালিসী বিচারালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি বেল্লার নবাবের গৃহে একটী বৃহৎ সভা আহুত হয়। নবাব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তথায় সাব্যস্ত হয় যে, শালিসী বিচারের দ্বারা দরিদ্র প্রজার বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্ত সুরাটে একটী শালিসী বিচারালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। সুরাটে যাহা হইয়াছে বাঙ্গলায় সম্ভবতঃ সকল স্থানে তাহা হইতে পারে। কেবল উদ্যোগের অভাব।

—oo—

১৮ই জানুয়ারি তারিখে নর্থ বেঙ্গাল রেলওয়ে খোলা হয়। লেফটেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব উপস্থিত হইয়া উহা খোলেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল এই রেলওয়েটী আরম্ভ করেন। যদি তিনি নিজ কার্য্য দোষে বাঙ্গালায় অপ্রিয় হইয়া না উঠিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি ইহা খুলিয়া যাইতে পারিতেন। গবর্ণর বৃহস্পতিবারের সাড়ে সাতটার স্পেসেল ট্রেণে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহাঁর সঙ্গে অনেকগুলি প্রধান২ রাজপুরুষ ও এদেশীয় কয়েকজন ব্যক্তি গমন করেন। শুক্রবারের প্রত্যূষে ছয়টার সময় ইহারা ডামুদহাতে উপস্থিত হন। এখান হইতে ইহারা যমুনা নামক বাষ্পীয় পোতে পদ্মা পার হন। পার হইয়া সারা নামক স্থানে উপস্থিত হন। সারাতে উপস্থিত হইলে পাবনার প্রধান ২ জমিদার ও লর্ড ইউলিক ব্রাউন প্রভৃতি রাজপুরুষেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। লেফটেনেন্ট গবর্ণরকে অভ্যর্থনার্থ লর্ড ইউলিক ব্রাউন এখানে বৃহৎ আয়োজন ক... ...টার সময় ইডেন ...নে আবার ট্রেণে আরোহণ করিয়া ১০টার সময় আত্রাই ষ্টেশনে পৌঁছেন। এখানে একটা বৃহৎ সেতু আছে। এই সেতু নির্ম্মাণ না হওয়াতে এই রেলওয়ে এত দিন নিয়ম মত খোলা হয় নাই। উক্ত সেতুর উপর দিয়া রেলওয়ে শকট চালাইবার পূর্ব্বে ইডেন সাহেব যথা নিয়মে একটী উৎসব করিলেন। উৎসব সমাপন হইলে বাষ্পীয় শকট আবার ধাবিত হইল। অপরাহ্ণ তিনটার সময় ট্রেণ সৈদপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। সৈদপুর হইতে ইতি পূর্ব্বে দার্জিলিঙ্গে গাড়ি গতায়াত করিতেছিল। এই রেলওয়েটী নির্ম্মিত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসায় ও গতায়াতের যে বিশেষ সুবিধা হইল তাহা বলা বাহুল্য। এখন এক জন অনায়াসে ২৪ ঘন্টায় দার্জিলিঙ্গে গমন করিতে পারিবেন। এই লাইন হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে নির্ম্মাণ হইতেছে। এ শাখাটি এখনও প্রস্তুত হয় নাই। সৈদপুরে উপস্থিত হইলে রঙ্গপুরের জমিদারেরা ইডেন সাহেবকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন এবং তিনি জমিদারদিগের অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে, বলেন যে, রঙ্গপুরের রেলওয়ে খুলিলে সম্ভবতঃ প্রজাদের বিস্তর উপার্জ্জন হইবে এবং প্রজার ধন বৃদ্ধি দেখিয়া জমিদারেরা যেন ধন লোভ তৃপ্তির নিমিত্ত ব্যস্ত না হন। উপস্থিত জমিদারেরা সম্ভবতঃ ইডেন সাহেবের এই ভদ্র রীতিযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন এবং তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে২ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সৈদপুরে একটী ক্ষুদ্র দরবার হয়। এক একটী দরবার হয় আর ইডেন সাহেব মনের বেগ বহির্গত করেন। তিনি ঢাকা ও বেলবিডিয়ারের দরবারে দেশীয় সম্বাদ পত্রের প্রতি তাঁহার যে বেগ ছিল তাহা প্রকাশ করেন। বেহারের দরবারে বেলবিডিয়ারে যে অভদ্রাচরণ করেন তাহার কৈফিয়ত সাধারণের নিকট প্রদান করেন। সৈদপুরের দরবারেও তিনি এই রূপ আর একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। আমাদের লেফটেনেন্ট গবর্ণর যে অতিশয় অনুগত প্রতিপালক ইহা সকলেই জানেন। তিনি ব্রিটীশ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার কতকগুলি প্রিয় পাত্রকে আনিয়া চাকুরি দিতেছেন এবং এদেশীয় কতকগুলি লোক সম্বন্ধেও তিনি বিশেষপক্ষপাতীতা দেখাইতেছেন। ইহা ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাঁহার এই অপরাধের কৈফিয়ত সৈদপুরে দরবারে দিয়াছেন। তাঁহার কৈফিয়তে সাধারণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কৈফিয়ত লওয়া অপেক্ষা কৈফিয়ত দিতে হয় এরূপ কার্য্য না করিলেই ভাল হয়। তিনি ইহাতে কেবল নিজের ক্ষতি করেন না, তিনি যে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন সে পদের ক্ষতি করেন।

—o:o—

ও দিকে ইডেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভাতে প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত কর সম্বন্ধে সকলই সন্তুষ্ট হইয়াছে, এ দিকে সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত কর সম্বন্ধে সাধারণ্য হইতে প্রতিবাদের উদ্যোগ হইতেছে। আমরা কেবল সম্বাদপত্রে ইহা দেখি নাই। সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমরা ইহা অবগত ছিলাম। প্রস্তাবিত কর সম্বন্ধে কেবল প্রতিবাদ হইবে না, এই উদ্যোগে হয় ত এবার কলিকাতার রাজনৈতিক গৃহ বিচ্ছেদ অন্তর্হিত হইবে, এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ী রাজনৈতিক, সর্ব্ব সম্প্রদায়ী ধর্ম্মাবলম্বী, এবং সমাজের সর্ব্বপদস্থ লোক হয় ত এবার একমত হইয়া এই করের প্রতিবাদ করিবেন। আবার কলিকাতা হইতে কেবল ইহার প্রতিবাদ হইবে না, মফস্বলেও ইহার সেই রূপ ঘোর আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ দেশীয় উচ্চপদস্থ লোকদিগকে যত নীচ মনে করেন ইহারা তাহা নন। আপনার ক্ষতি হইবে এই নিমিত্ত তাহারা বোধ হয় নিরবে কোন অবিচার হইতে দিবেন না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহাই মনে করুন কিন্তু উকিল মুক্তিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকেরা এরূপ নীচ ও স্বার্থপর নন যে তাহারা কর ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া কোটী কোটী দরিদ্র লোকের ক্রন্দন রবে বধির হইবেন। যদি ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বিস্তর কর দিতে হইবে এবং লাইসেন্স ট্যাক্স তাহাকে আদবে স্পর্শ করিবে না, তথাচ তিনি লাইসেন্স ট্যাকসের প্রতিবাদ করিয়া ইনকম ট্যাক্স সমর্থন করিয়াছেন। ইনকম ট্যাক্স হইলে রাজা দিগম্বরের বিস্তর ট্যাক্স দিতে হইবে, কিন্তু তথাচ তিনি ইনকম ট্যাক্সের পক্ষপাতী। ইহারা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্র প্রজাকে যত্ন দেখাইয়াছেন মফঃস্বলের উকিল মুক্তিয়ার ডাক্তারেরাও তাহাই দেখাইবেন। কলিকাতাবাসী অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীরা জানেন যে লাইসেন্স ট্যাকস কি ভয়ানক কর এবং ইহাতে কি ভয়ানক উৎপীড়ন হইবে, সুতরাং তাহারা যদি ইহার প্রতিবাদ না করেন তাহা হইলে কেবল তাহাদের অধর্ম্ম হইবে না, দেশের মধ্যে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হইবে।

—o:o—

১৭ই তারিখে পার্লিয়ামেন্ট সভা আরম্ভ হয়। সভা আরম্ভের সময় কুইনের একটী বক্তৃতা লর্ড হাই চান্সেলার কর্ত্তৃক পঠিত হয়। কুইন বক্তৃতায় বলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের কি করা কর্ত্তব্য তৎ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত এবার এত পূর্ব্বে পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন হইল। কুইন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া শেষে প্রকাশ করেন যে, ইউরোপীয় রাজারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ মিটাইয়া দেন। সুলতান এই নিমিত্ত সকলের নিকট প্রথম প্রার্থনা করেন তৎপরে কেবল ইংলণ্ডের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করেন। রুশিয় প্রকৃত সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত আছেন কিনা ইংলণ্ড তাহা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন। রুশিয়ার সম্রাট সন্ধির নিমিত্ত আগ্রহ দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডের দ্বারা আপাততঃ তুর্ক ও রুশিয়ায় এই সম্বন্ধীয় কথ বার্ত্তা চলিতেছে। কুইন ভরসা করেন সত্বর যুদ্ধের শেষ হইবে। এ পর্য্যন্ত রুশ ও তুরস্ক উভয়েই ইংলণ্ডের ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্য করেন নাই এবং কুইন ভরসা করেন তাহাদের কর্ত্তৃক এরূপ কার্য্য হইবেও না। যে পর্য্যন্ত তাহারা এরূপ কোন কার্য্য না করেন তদবধি ইংলণ্ড এখানকার ন্যায় নিরপেক্ষ থাকিবেন। তবে যুদ্ধ যদি দীর্ঘ কাল চলে তাহা হইলে হয় ত ইংলণ্ড ইহাতে ব্যাপৃত হইতে পারেন, সুতরাং পূর্ব্বাহ্নে ইহার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য এবং এই নিমিত্ত কুইন ভরসা করেন, যুদ্ধের আয়োজন করিতে ...

ব্যয় আবশ্যক পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা তাহা মঞ্জুর করিবেন। কুইন তৎপরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা এবং ইংলণ্ড ও অপর স্থানবাসীরা যেরূপ যত্ন ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন তাহার উল্লেখ করেন। কুইন প্রকাশ করেন যে, দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে। তিনি বলেন যে, বিদেশীয় রাজাদিগের সঙ্গে ইংলণ্ডের সদ্ভাব আছে। কাফ্রিদের সঙ্গে আপাতত ইংলণ্ডের যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কুইন ভরসা করেন সত্বর তাহার অবসান হইবে।

—oo—

তারে সম্বাদ আইসে যে অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড এক মত হইয়া বলিয়াছেন যে তাহারা তুর্কি ও রুশিয়াকে স্বতন্ত্র হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে দিবেন না এবং ১৮৫৬ খ্রী অব্দে পারিসে যে সন্ধি স্থাপন হয় তাঁহারা যদি তাহার বিপরীত কোন সন্ধি স্থাপন করিবার যত্ন করেন তাহা হইলে ইহারা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। ইংলণ্ড যদি এখন অষ্ট্রিয়াকে হাত করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার ভারি জিত হইবে এবং তুর্কির তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলের বিষয় কিন্তু যদিও তারে এ সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে তথাচ পার্লিয়ামেণ্ট খুলিবার সময়ে মহারাণী ইহার কোন উল্লেখই করেন নাই। আবার শুক্রবার এই সম্বাদ প্রকাশিত হয় এবং তাহার পর এ সম্বন্ধে আর কোন সম্বাদ প্রকাশিত হয় নাই। এই নিমিত্ত অনেকে এই শুভকর সংবাদের উপর নির্ভর করিতেছেন না। ইংলিশম্যান ইহা এক রূপ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

—o:o—

আমরা গতবার ইংরাজী স্তম্ভে প্রকাশ করি যে, হাইকোর্টের জজেরা রাজা যোগেন্দ্রনাথের দুই বৎসর কারাবাসের পরিবর্ত্তে দুই মাস কারাবাস ভোগ করিতে এবং ৫০হাজার টাকারজরিমানা পরিবর্ত্তে১৫হাজারটাকা জরিমানা দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন রাজা যোগেন্দ্রকে হাইকোর্টের জজেরা ছাড়িয়া দিবেন. সুতরাং যাহারা এই রূপ আশা করিয়াছিলেন তাহারা হাইকোর্টের বিচারে নৈরাশ হইয়াছেন। তবে রাজা শীঘ্র মুক্ত হইবেন শুনিয়া তাহারা কতক আনন্দিত হইয়াছেন। রাজার জরিমানা রাজ সাহীতে আমানত করার আজ্ঞা হইয়াছে। সেখানে আমানত হইলে তিনি কারামুক্ত হইবেন।

জেনারেল কে এবং তাঁহার সৈন্য দল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন কিন্তু তিনি আবার কবে সার্গাসাতে গমন করেন তাহার কোন স্থির নাই। ৯ সংখ্য সৈন্যদল কেবল মাকিদন দুর্গে অবস্থিতি করিতেছে, আর সমুদয় পেশোয়ারের সৈন্য দল জেনারেল কের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। পাঁচশত আগ্রো আফ্রিদি গত কল্য পাশ দিয়া গমন করিয়া জোয়াকিদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কাপ্তেন অটশন ১৭ই তারিখে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আসিবার সময় তাঁহার প্রতি বিপক্ষেরা গুলি নিক্ষেপ করে। দুইটি অশ্ব বিপক্ষ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

—oo—

মফঃস্বল হইতে অনেকে জানিবার জন্যে ব্যগ্র হইয়াছেন যে, বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ম মত হাইকোর্টে কার্য্য করিতেছেন কিনা? যাহারা ইহা জানিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছেন তাহারা আমাদের ইংরাজি স্তম্ভ পাঠ করিলে ইহার উত্তর পাইতেন। বাবু কালীচরণ নিয়মমত হাইকোর্টে কার্য্য করিতেছেন এবং অনেকে যেরূপ ভরসা করিতেছেন আমরাও সেই রূপ ভরসা করি যে তিনি সেখানে কৃতকার্য্য হইবেন।

—o:o—

জোয়াকি যুদ্ধ সম্বন্ধে ১৬ই জানুয়ারিতে এই তারের সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পেশোয়ারের সৈন্যদল
কটী মাত্র বিদ্র

করিবে। এই রূপ রাষ্ট্র যে, সোয়াতের আখন্দের মৃত্যু হইয়াছে।

—o—

১৮ই তারিখে পেশোয়ার হইতে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, জেনারেল রুশের সৈন্যদল ভাল আছে। সৈন্যেরা কোহাত পাশ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ইহার কারণ প্রকাশিত হয় নাই। দুই দল সৈন্য সার্গাসাতে গমন করিতেছে।

—oo—

জেনারেল রুশের সৈন্যদল মঙ্গলবারে কোহাত দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে জেনারেল কের সৈন্যদলের মধ্যে এক জন কর্ম্মচারী ও ৬ জন সৈন্য আহত হইয়াছে।

—o:o—

কেপ গুডহোপ গাইকাস নামক আদিম বাসন্দারা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ইহাতে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পরিণামে ইংরাজদিগের জয় হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

পাইকপাড়া নরসারি।

বিনীতভাবে সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করিতেছি যে,এ বৎসর আমি অনেক নূতন গাছ ফুল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছি, যথা ৫০ রকমের অকৃত্রিম আমের কলম ১৫০ রকমের ... ও অধিকাংশ সুগন্ধযুক্ত ... বার অসীম রকমের চিরস্থায়ী ফুল, লতা ফোটন ইত্যাদি। ইহাদের মুল্যের তালিকা দুই আনার টিকিট পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। এই তালিকায় গাছের লাটিন ও বাঙ্গালা নাম, কিরূপে উহা রোপণ ও প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিবরণ লিখিত আছে।

এই বৎসর নারসরির চাঁদা পোনের টাকা হইতে তেরো টাকা করা হইয়াছে। এই রূপ কমানতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ভরসা করি স্বদেশ হিতৈষিগণ এ দেশীয় নারসরিটি যাহাতে বজায় থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। গ্রাহকগণ অর্দ্ধেক মূল্য ও অপরে সম্পূর্ণ মুল্য প্রদান করিলে জিনিস সমস্ত পাঠান যাইবে। গ্রাহকগণকে দেশী ও বিলাতী বীজ বাদে জুন ও জুলাই মাসে বাছা বাছা চিরস্থায়ী লতা ও ফুলগাছের বীজ দেশদেশান্তর হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ প্রণালী সমেত পাঠান যাইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নরসারি, কলিকাতা।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

১৬ জানুয়ারি। ইংলণ্ডে অনেক গুলি সভা আহুত হয়। সভাস্থ ব্যক্তিদের মতে যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংলণ্ড বরাবরি যে নিরপক্ষ ভাব দেখাইতেছেন এখনো সেই রূপ নিরপক্ষ ভাব দেখান কর্ত্তব্য। রুশিয়া হেড কোয়ারটার কেজনলি নামক স্থানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। কনেষ্টেণ্টিনোপোল হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে ১৪ ই তারিখে তারতারবাজডিবিক এবং ফিলিপোপোলিসের মধ্যে একটী গুরুতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া পরদিন পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধ থাকে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে সলিমান পাশা ফিলিপোপোলিসের যত দূরে ছিলেন যুদ্ধের পর তিনি ইহার তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। ফিলিপোপোলিসের বাসন্দরা বাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। রুশেরা সারপান নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

১৭ জানুয়ারি। মাঞ্চেষ্টার, বামিংহম,ব্রিষ্টল, প্রভৃতি স্থানে চেম্বার অব কমার্সের মতে যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এখনকার ন্যায় নিরপেক্ষ থাকা কর্ত্তব্য। রুশ জেনারেল তুর্কির দুর্গচতুষ্টয় অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অসহ্য শীতের নিমিত্ত রুশ ও তুর্কেরা ভারি কষ্ট পাইতেছে। মিধাত পাশা ১ লা জানুয়ারিতে লণ্ডনে আহুত হন। এই রূপ রাষ্ট্র যে তিনি আপাতত যুদ্ধ স্থগিত করার যে কথা হইতেছে তদসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত লণ্ডনে যাইতেছেন। ক্রিটের মধ্যে কানিয়া নামক স্থান হইতে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে অনেকগুলি খৃষ্টান পরিবার রেটিমো নামক স্থানে প্রবেশ করার যত্ন করে, কিন্তু তুর্কিবাসীরা তাহাদের বাধা জন্মায়। তুর্কিবাসীরা ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাদের আগমন অবরোধ করে। তুর্কেরা অস্ত্র হস্তে

হেনরী ইলিয়েট বায়েনার ব্রিটিস আম্বেসাডার পদে নিযুক্ত হ... অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড তুর্কিকে অবগত করিয়াছেন যে, আপাতত যু... তের পক্ষে তাহাদের কোন আপত্তি নাই! তবে পারিসে ১৮৫৬ খ... যুদ্ধ স্থাপন হয় তাহার বিপরীত কোন সন্ধি তুর্কি ও রুশিয়ার... স্থাপন করিলে তাহারা বাধা জন্মাইবেন। গ্রিসবাসীরা অস্ত্র... করিতেছে। বোধ হয় থেসিলি ও ইপিরাসে সত্বর গোলযোগ ... হইবে।

১৮ জানুয়ারি। শিপকা পাশ অধিকার করিতে রুশদিগের ... জন লোক নষ্ট হয়। রুশিয়েরা ফিলিপোপোলিস অধিকার ... আড্রিয়েনোপোলে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। বলগরিয়াতে অ... যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্টের বুলুবুকে প্রকাশিত হইয়... লর্ড ডার্বি বরাবরি সুলতানকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড হইতে কোন সাহায্য পাইবেন না।

১৯ জানুয়ারি। আড্রিয়েনোপোল হইতে সম্বাদ আসিয়া... সেখানে যত লোক ছিল তাহারা কনেষ্টেটেণ্টিনোপোলে পলায়ন ... তেছে। সুলতান আজ্ঞা দিয়াছেন যে, কনেষ্টেণ্টিনোপোল যত ... অস্ত্র ধারণ করিতে পারে তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া টিচাটি... রেলওয়ে রক্ষা করিবে।

২০শে। রুশেরা হার্মেণ্টি নামক স্থান অধিকার করি... আড্রিয়ানোপোলের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। তুর্কেরা এই স্থান প... করিয়াছে। সলিমান পাশার সৈন্য পলায়ন করিতে না পারে... তাহার উদ্যোগ করিতেছে। রোমলিয়াতে যে সমুদয় সৈন্য ... তাহারা গমন করিতেছে। থেসিলিতে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

২১শে। সলিমান পাশা তাহার সমুদয় সৈন্য লইয়া রোম... রেডিপ পর্ব্বতে ... দক্ষিণে ... তুর্ক প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ... যুদ্ধ স্থগিত সম্বন্ধে সে... উপস্থিত হইয়াছেন। বলগরিয়াতে যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ... প্রকাশিত হয় সে অলীক। কনেষ্টেণ্টিনোপোলের সৈন্যাধ্য... গাজি আহাম্মেদ মুক্তিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। তারতারবা... ও ফিলিপোপোলিশের মধ্যস্থানে যে সমুদয় স্থান আছে তুর্কের... বিনষ্ট করিতেছে। মেসিডোনিয়াতে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়...

২২শে। রুশেরা কি নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিবেন ইংলিশ... মেণ্ট তাহা এখনও অবগত হন নাই। রুশেরা আড্রিয়ানো... অধিকার করিয়াছে।

সংবাদ।

—মান্দ্রাজ বিভাগে ইতি মধ্যে এক জন স্কুল ইনেস্পেক্ট... বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় কতকগুলি দস্যুতে আক্রমণ করে। ... অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে না, প্রস্তর ও ... নিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করার... করে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয়এই,সাহেবের সঙ্গে এদেশীয় যাহার... তাহারা দস্যুদিগের সহিত যোগ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করা... করে। সাহেব ইতিমধ্যে পতিত হন। ভয়ে পতিত হন কিনা ... প্রকাশিত হয় নাই, তবে পতিত হইয়া আঘাত পান এবং এই ... তাহার অনুচর এ দেশীয় কেরানি ও চাপরাশি তাহাকে লইয়া ... এবং দস্যুরা পলায়ন করে।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, আমাদিগের এক জন বান্ধব একটী ... সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। বরিশালের অন্তর্গত হাটরিয়া নাম... বাবু গোপাল লাল ঠাকুরের এক কাছারি আছে। গত ২৮শে ... হায়ণ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় প্রায় ১০০ অস্ত্রধারী লোক কাছ... প্রবেশপূর্ব্বক পেস্কার সদর মুন্সি ও অন্যান্য আমলাদিগের ঘর ... নগদ, সোনা রূপার জিনিস এবং মূল্যবান বস্ত্রাদিতে প্রায় ৫০০ ট... অধিক অপহরণ করিয়াছে। মালখানায় লোহার সিন্দুকে প্রায় ... টাকা ছিল, দস্যুগণ তাহাতেও আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি ... হওয়াতে তাহা লিতে পারে নাই। এই কাছারিতে ভদ্র অ... হিন্দুস্থানী ও দেশীয় প্রহরী এবং দোকানদার ও বেশ্যা প্রভৃতিতে ... ২০০ লোক আছে, তদ্ভিন্ন কাছারির নিকটেই প্রসিদ্ধ ধনশালী ... মিয়া ও রহিমদ্দী সিকদার প্রভৃতির বাটী, ইহাদের প্রত্যেকের বা... ২০। ২৫ কি ততোধিক প্রহরী থাকে। গ্রাম খানিতে অনুমা... লোকের বাস, এ অবস্থায় তস্করেরা নির্ব্বিবাদে একটী প্রসিদ্ধ ক... হইতে জিনিসপত্র হরণ করিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না, ... আশ্চর্য্যের বিষয়।

—স্মিথ সাহেব ঢাকার কমিশনার হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

—টেম্পল সাহেব গত মঙ্গলবার রাত্রে মেল ট্রেণে কলি... পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হা... বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন।

—এবার বি, এ, পরীক্ষা ভারি কঠিন হইয়াছিল। দুই... ছাত্রের মধ্যে সবে ৬৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

—রাইস নামক এক জন সিবিলিয়ান তাহার উপরস্থ ... অপমানসূচক পত্র লিখেন। এই নিমি...

গাড় হাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ৯ই তারিখে গারোরা পার্ব্বতীয় পুলিশের এক জন শান্ত্রিকে গুলি করিয়া বধ করে। তারিখে লেপটনাণ্ট ম্যাকগ্রেগরের অধীনে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য মাতে পৌঁছায়। শুনা যাইতেছে এক জন সিপাহী সৈন্য দের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সেনাপতি হইয়াছে।

পাইওনিয়ার সংবাদ পাইয়াছেন যে, কনোমা ও জটসোমা নামক দের দুইটি প্রধান গ্রামের অধিবাসীগণ কাপটেন উইলিয়মসনের ট বশীভূততা স্বীকার করিয়াছে। ছোট২ গ্রামের অধিবাসীদেরও বশীভূত হইবার সম্ভাবনা। কাপটেন ব্রাইডেন, কার্ণেগি বকে ১৫ই তারিখে সামাগুটিঙ্গে আনয়ন করেন। কার্ণেগি সাহেব ই আরোগ্য হইতেছেন। আসামের চিফ কমিশনার ২০শে খে নাগা পর্ব্বত মুখো গমন করিবেন।

—শ্রীহট্টের সেটলমেণ্ট আফিসর বেকেট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। হাতি চড়িয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ হাতিটী মৃত্তিকায় পতিত হয়। ট সাহেব সেই সঙ্গে পড়িয়া যান। হাতি ভয় পাইয়া খেপিয়া ও তাহার দন্ত বেকেট সাহেবের উরুদেশে বসাইয়া দেয়। তৎ শূঁড় দিয়া তাঁহার মস্তক ও পিঠে আঘাত করে। নাতোয়ানপুর বাগিচায় তাহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে এক জন রোপীয় ডাক্তার তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করেন, অবশেষে তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

গত বৎসর লীন নামক এক জন ইংরেজ যাদুকর এদেশে আগমন । ইনি রাঙ্গুনে কোন ডিমওয়ালার নিকট হইতে দুই আনা দুইটী ডিম ক্রয় করেন। ঐ ডিম দুটি তিনি ডিমওয়ালার সম্মুখে য়া ফেলেন এবং উহা ... করেন। লীন ডিমওয়ালা জানিত না এবং সে ... র যে লইতে অস্বীকার হয়। লীন সাহেব হাসিতে হাসিতে যান। ডিমওয়ালার নিকট আরো অনেকগুলি ডিম ছিল। সে ইহার সকল গুলিতেই বুঝি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ইহা ভাবিয়া কে একে সমস্ত ডিম গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং উহা ভাঙ্গিয়া হা প্রাপ্ত হয় তাহা বলা বাহুল্য।

গবর্ণমেণ্টের নিজের কাজের বেলা তাঁহারা যথেষ্ট টাকা প্রাপ্ত হন, দেশের উপকারার্থে যখন অর্থের প্রয়োজন হয় তখন গবর্ণমেণ্ট "টাকা " রব ধরেন। সিমলা গবর্ণমেণ্ট হাউস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মেণ্ট এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু দিল্লি কলেজটী পুনঃ করিবার প্রস্তাব করিলে গবর্ণমেণ্ট "টাকা নাই" বলিয়া চূড়ান্ত ব দিয়া বসেন।

প্লেবনার তুর্ক সৈন্যদের দুরবস্থা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও ...গ- । এরূপ দুরবস্থার বিষয় বোধ হয় কেহ কখন শুনে নাই। নিউসের সংবাদ দাতা প্লেবনা পতনের পর উহার মধ্যে প্রবেশ রন। যে ভয়ানক ব্যাপার তাহার দর্শন করিতে হয় তাহা তিনি এই প বর্ণন করিয়াছেন। "প্লেবনাকে একটী নরক কুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি না। কল্পনা দ্বারাও উহার শতাংশের এক অংশ কষ্ট মনে ধারণ যায় না। প্লেবনা রক্ষার সময় ওসমান পাশা পীড়িত ও আহত দের সেবা সুশ্রূষার কোন বন্দবস্ত করেন না। সুতরাং যখন ওস- শা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রুস সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে ক্রু হস্তে পতিত হন তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় পতিত ইহারা কুকুর শিয়ালের ন্যায় ঘোরতর শীতের মধ্যে তুষারাবৃত য় পড়িয়া থাকে। কোন কোন গৃহ ইহাদের মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়। ও শত শত মুমূর্ষ ব্যক্তি এক বিন্দু জলের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া রর নিকট প্রার্থনা করিতেছে এবং কোথাও কোথাও সহস্র ২ ত ব্যক্তিদের কাতর ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। রুসি রা প্লেবনায় প্রবেশ করিয়া এত আনন্দে উন্মত হয় যে তাহারা এই ব্যক্তিদের দুরবস্থা নিবারণের কোন চেষ্টাই করে না। দুই দিন তাহারা ইহাদিগের প্রতি চক্ষু নিঃক্ষেপ করে। কিন্তু এই দুই দিনের সহস্র সহস্র লোক মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হয়। মৃত দেহ সমাধির ভার গরিয়ানদের উপর অর্পিত হয়। তাহারা মৃত ও মুমূর্ষ তুর্কদিগকে ত্র করিয়া সমাধি দেয়! এই রূপে বিস্তর লোক যাহারা যত্ন দ্বারা প্রাপ্ত হইত তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই দ্ধের এই ভয়ানক মূর্ত্তি অথচ প্রায় পৃথিবীর সমস্ত লোক সমর ক্ষেত্রে করিবার নিমিত্ত অনবরত ব্যস্ত।

যুদ্ধ সম্বন্ধে এই সম্বাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ই জানুয়ারিতে খোলা নামক স্থানে একটী সংগ্রাম হয়। ইহাতে মেজর রাইস ঘোর- রূপে আহত হইয়াছেন। প্রধান হাবিলদার হত হইয়াছে। বিপক্ষ কত লোক মরিয়াছে তাহার ঠিকানা হয় নাই। ১৭ই তারিখে আর টী সংগ্রাম হয়। ইহাতে বিপক্ষের ৫ জন হত এবং ইংলিস গবর্ণ- পক্ষে এক জন সিপাহি আহত হয়। এই স্থান হইতে ১৯ শে যে সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে, নারুখোলাতে ভাল আছে। তবে বিপক্ষেরা গোপনে আসিয়া এক জন শাস্ত্রিকে য়াছে।

...র ঘোড়ার দৌড় লইয়া ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভাল কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহার অশ্ব ঘোড় দৌড়ে যাইতে পারিবে না। কবেট সাহেব এই নিমিত্ত ষ্টিওয়াডের নামে অভিযোগ করিতেছেন।

—সেবার বেহারে যেরূপ গবর্ণমেণ্ট লোককে আহার না দিয়া চাউল গোলাবদ্ধ করিয়া রাখেন মান্দ্রাজে প্রায় তাহাই হইয়াছে। কাদাপা এবং অন্যান্য স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদায় চাউল উদ্বর্ত্ত হইয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিলাম করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন কিন্তু মহাজনেরা একজুঠ হইয়া ইহা নাম মাত্র মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই জন্যে বিবেচনা করিয়াছেন যে চাউল নিলাম করিয়া খুজুরা বিক্রয় করি- বেন এবং তাহারা বিবেচনা করেন যে, বাজার দর অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে বোধ হয় সমুদায় চাউল বিক্রয় হইবে, অথচ অপেক্ষাকৃত অধিক আয় হইবে।

—সিবিল ও মিলিটরি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ৮ই তারিখে পার্ব্বতীয়জাতি একদল নরশেরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দুই জন পোলিশম্যানকে হত করিয়া তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পলায়ন করে। এই স্থানে অনেকগুলি দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য আছে। এখানে পার্ব্বতীয় লোকের এরূপ উপদ্রব যে বিনা অস্ত্রে কাহার গৃহে দিনে কি রাত্রে অবস্থিতি করা অসম্ভব, অন্ধকারে ত কাহারও বাহিরে যাইবার সাধ্যই নাই।

—নেপালে ভূমির কর আদায় সম্বন্ধে প্রজার উপর ভারি নিষ্পীড়ন হইত, কিন্তু নেপাল দরবার এখন নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রজার ভূমি জরিপ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্যে প্রজার সঙ্গে জমিদার খাজনার বন্দবস্ত করিবেন। কোন জমিদার এই বন্দবস্তের অধিক কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, অথবা বিশেষ কারণ না দর্শাইলে কোন জমিদার এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন প্র...কে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। জমিদারেরা সংগৃহীত রাজস্বের উপর শতকরা ... চৌধুরি অর্থাৎ যাহারা খাজনা সংগ্রহ করে তাহারা শতকরা ৫ টাকা কমিশন পাইবে।

—বর্ত্তমান সময়ে বলগরিয়ার কোন স্থানে কত তুর্ক সৈন্য রহিয়াছে এক খানি জার্ম্মেনী সম্বাদ পত্রে তাহার এই রূপ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উইডিনের সর্ব্ব পশ্চিমে ৮ কি ১০ হাজার সৈন্য আছে। সার্ব্বিয়ার চতুর্দ্দিকে ও কামারলিতে আন্দাজ ৩০ হাজার সৈন্য আছে। শিপকাপাশে ১০ হাজার সৈন্য আছে। বিত্রোয়ার নিকট ৩০ হাজার সৈন্য আছে। লোম নদীর ও দিকে যে দুর্গ চতুষ্টয় আছে এবং যাহাকে সামলা সৈন্য বলিয়া লোকে ব্যাখ্যা করে, সেখানে ৮০ হাজার সৈন্য আছে, সুতরাং প্লেবনা পতনের পরেও বলগরিয়াতে তুর্কির যে সৈন্য আছে তাহাতে সুলতান ইচ্ছা করিলে এখনও সেখানে কিছু দিন যুদ্ধ করিতে পারেন।

—এক খানি রুসিয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে রুস সৈন্যদিগের ৭০হাজার লোক হত ও আহত হইয়া নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ সমুদায়রুশ সৈন্যের এক শত ভাগের ২০ ভাগ ক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রুশিয়ার যে সমুদয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল তাহাতে যত সৈন্য নষ্ট হয় তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এবার নিতান্ত অধিক ক্ষতি হয় নাই। ফিডলাণ্ডেতে রুশিয়দের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ২৫ হাজার এবং বরো- ডিনোতে রুশদিগের ৫০ হাজার সৈন্য নষ্ট হয়। রুশিয়াতে বৎসর বৎসর যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং ৭০ হাজার লোক নষ্ট হওয়াতে রুশিয়ার অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। এখন রুশিয়ার যেরূপ বৃদ্ধি পৃথিবীর কোন জাতির এরূপ বৃদ্ধি নাই, সুতরাং এ সময় যে জাতি রক্তপাত করে রক্তবীজের ন্যায় সে জাতির তত বল বৃদ্ধি হয়।

—যে মান্দ্রাজে অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, সেই মান্দ্রাজে এখন এত অন্নের সচ্ছলতা হইয়াছে যে সেখান হইতে চাউল আপাতত অন্যত্র রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সেখানে এত চাউলের আমদানি করেন যে, আপাতত উহা নিলাম করিয়া বিক্রয় করিতে হইতেছে। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণ- মেণ্ট কোটি২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সেখানে অনশনে কোটি২ লোক মরিয়াছে, এবং বিস্তর টাকার তণ্ডুল নষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অপব্যয় দ্বারা দেশ কর ভারাক্রান্ত হইতেছে, আবার তাহাদের তাচ্ছিল্যের দ্বারা অনশনে লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছে, অথচ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহা জানিয়াও ইহার কোন প্রতিবিধান করিতেছেন না।

—নাগা পর্ব্বত হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে, মঝামার নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী নাগারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইয়াছে এবং মঝামার প্রধান ব্যক্তি গোলযোগ মিটাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে। সম্ভবতঃ যুদ্ধের সত্বর শেষ হইবে। কার্ণেগি সাহেব ক্রমে আরাম হইতেছেন।

—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সাগর ও নদীর কুল রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। কি উপায়ে ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সত্বর জন কয়েক প্রধান সৈনিক পুরুষ সমবেত হইবেন। তাহারা সর্ব্ব প্রথম ভাগিরথী কুল কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে তদ্ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন।

—নাগা পর্ব্বত হইতে তারের সম্বাদে প্রকাশিত ... র্ণেগী জন পোলিশম্যান হত হইয়াছে। কোনামা নাগারা মিট মাট করিতে সম্মত হইয়াছে এবং অপর স্থানের নাগারাও ভদ্র ব্যবহার করিতেছে।

—মান্দ্রাজের স্থানে স্থানে আরো মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর আরকট, বেলারি, কার্ণুল এবং মাদুরা প্রভৃতি স্থানে নবেম্বর মাসে ৬২৫০৮ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বমাস অপেক্ষা নবেম্বরে এই সমুদয় স্থানে ১৬৫১ জন লোকের মৃত্যু হয়। ষ্ট্রাচি সাহেবের বজেট শুনিয়া হয়ত এখানে মৃত্যু সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইবে।

—কোহাত হইতে ১৪ই তারিখে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে, কোহাতের ছয় মাইল দূর টওল নামক স্থানে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা সহসা উপস্থিত হইয়া এক জনকে হত্যা করে এবং ত্রিশটি গবাদি পশু হরণ করিয়া পলায়ন করে। ডাকা- ইতেরা বোধ হয় ৬০ জন হইবে, কিন্তু এ সমুদয় পশু তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং এক জন ডাকাইত বন্দী হইয়াছে। সমীপবর্ত্তী জাতির মধ্য হইতে অনেকে উপস্থিত হইয়া জোয়াকিদিগের সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তি করার যত্ন করিতেছে, তবে এখনও পাকা কোন কথা স্থির হয় নাই।

—টেলিফোন যন্ত্রের স্রষ্টার নাম বেল সাহেব। তিনি যে আকারে টেলিফোন প্রস্তুত করেন ক্রমেই তাহার উন্নতি হইতেছে। পারিসের এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি ইহার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ব্যবধান হইতে ইহা দ্বারা বাক্যালাপ করিতে পারা যায়।

—ইটালি পরাধীন ছিল। পরে গারিবালডী প্রভৃতি অনেক বীর পুরুষ উহা উদ্ধার করেন। যখন ইটালিতে এই রূপ রাজবিপ্লব উপস্থিত হয় তখন সহসা ইটালিবাসীরা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার প্রায় বিপরীত ভাব ধারণ করে। দেশের মধ্যে সাহস, বীরত্ব, দেশ হিতৈষিতা, স্বাধীন ইচ্ছা এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা দেখিয়া ইউরোপবাসীরা অবাক হন। এই সময় কতকগুলি লোকের স্বাধীনতার ইচ্ছা এরূপ প্রবল হয় যে, ... স্বাধীন পরাধীন কোন রূপ শাসনের অধীন থাকা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই দস্যুদের মধ্যে পেলোন নামক এক জন প্রধান সর্দ্দার ছিল। ইহার যত গুলি লোক ছিল ইটালি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে একে একে নিধন করেন। ফার্ডিনালড স্কারপাটি নামক এক জন ছিল সেও সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে। ১৮৬১ খৃ অব্দে স্কারপাটি অপর ছয় জনের সাহায্যে এক জন ধনাঢ্য বণিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে। এ ব্যক্তি অনেক গুলি নরহত্যা করে। এই সমুদয় দুষ্কর্ম্ম করিয়া ১৮৭০ খৃ অব্দে রোমে পলায়ন করে। সেখানে রাজনৈতিক গোল- যোগ উপস্থিত হওয়াতে সে নেপলসে আগমন করে। তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিস্তর যত্ন করেন, কিন্তু কোন মতে সে ধরা পড়ে না। নেপলসের যে স্থানে সে পূর্ব্বে ডাকাইতি ও নরহত্যা করে সেখানে আসিয়া সে অবস্থিতি করিতে থাকে। কিন্তু এই স্থানবাসীরা তাহাকে এত ভয় ও ভক্তি করিত যে, কেহ তাহাকে পোলিশের হাতে প্রদান করিতে সম্মত হয় না। শেষে এরূপ গোপনে জীবন যাপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে এবং সে এই কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আপনি ইচ্ছা করিয়া পোলিশকে ধরা দেয়। এই দস্যুর কতকগুলি পুত্র ও এক বৃদ্ধ মাতা আছে। মাতার বয়স ১০৪ বৎসর হইয়াছে। ধরা দেওয়ার পূ... সে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট প্রার্থনা করে যে তাহার কারাগারে গমনে পূর্ব্বে তাহার মাতাকে সে যেন দেখিতে পায়। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন এবং কারাগারে গমনের পূর্ব্বে সে তাহার মাতাকে দর্শন করে। স্কারপাটি ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া বিস্তর লোক তাহাকে দর্শন করিতে আইসে! তাহার দুই পুত্র উপস্থিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে। এ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার ধৃত হয় কিন্তু কেহ তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

—দিল্লি কালেজ পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত ২৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃ- হীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই কালেজটী বন্ধ করিয়া অবিচার করিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার দিল্লিবাসীরা আপন যত্নে এই কালেজটী পুনঃসংস্থাপন করিতে পারেন তাহা হইলে কেবল যে উদ্দেশে এই বিদ্যালয় বন্ধ করেন গবর্ণ- মেণ্টের সে উদ্দেশ্য বিফল হইবে না, রাজপুরুষদিগের অবিচার আরো প্রকাশিত হইবে।

—পাইওনিয়ার তারে সম্বাদ পাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে যমুনা ও ইউ- ফ্রেটিশ প্রভৃতি যে সমুদয় রণতরী ইংলণ্ডের আদেশ ক্রমে পথে স্থগিত করা হয় তাহা আর মালটাতে থাকিবে না। ইংলণ্ডে যেরূপ যাইতে- ছিল তাহাই যাইবে।

—কনেষ্টেণ্টিনোপলে সকলের বিশ্বাস যে, নিতান্ত বিপদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং কেবল এই সাহায্যের নিমিত্ত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এত শীঘ্র পালিয়ামেণ্টের অধিবেশন করিয়া ছেন। ইংরাজদিগের প্রতিনিধি লেয়াড সাহেব ও কনেষ্টেণ্টিনোপোল বাসীদিগকে এই ভরসা দিতেছেন। আমরা জানি না ইংরাজেরা প্রকৃত কনেষ্টেণ্টিনোপলবাসীদিগকে কোন রূপ সাহায্য করেন কি না। সম্ভবতঃ

SCRAPS AND COMMENTS.

While the invention of the telephone is being now welcomed everywhere as an epoch in scientific progress, it is interesting to learn, as a contemporary says, that rude string telephones have been in actual use in Ceylon and Southern India for many centuries. The Singhalese inhabitants and the Tamil labourers in the central regions of Ceylon still talk to one another across the broad deep valleys, that intersect the country, by a telephone of the most primitive type. The ends are knocked out of two old preserved m... tins. One end of each tin is covered with bladder or skin. A small hole is made in the centre of each bladder drum-head, through which a piece of string is introduced to fit neatly. The string is kept in its place by a little slip of wood round which it is tied, and the Ceylon telephone is complete. In using it the person who talks puts one cylinder tightly to his mouth, while the person who listens places the other cylinder close to his ear. In Ceylon the natives say they can talk in this way for three-quarters of a mile. At Madura some buildings are now in progress, and the masons, as a matter of course, have fitted up a string telephone, through which they convey their orders to the workmen below.

The *Pioneer* has "good grounds for believing that the dismissal of Sir Salar Jung's Private Secretary is only one, and a comparatively unimportant, incident in a chain of recent events affecting the relations between the Government of India and the Court of Hyderabad, which, being under the consideration of the Secretary of State, cannot conveniently be discussed at present." So we have more surprises in store for us. Mr. Aitchison cannot soon forget Sir Salar Jung.

It is worthy of note that the decisive battles of the five great wars in Europe in the last twen[ty] ...ee years have been fought at places the names ... which commence with the letter S. We refer to Sebastopol, Solferino, Sawa, Sedan, and Schipka.

Some time ago the Indian Government forwarded to England for experiment 100 tons each of coal and iron ore from the Warora beds in the Central Provinces. A portion was handed over to Mr. Ireland of Manchester, who forthwith instituted a series of trials with different processes. We are told that these experiments have succeeded in placing beyond question the capacity of India to supply at least a portion of her requirements for steel goods.

The news is still meagre from the Border expeditions, and the Nagas seem to have little difficulty in evading attack or pursuit. With the fire-arms they now possess, they contrive to give English troops a good deal of annoyance, without inflicting much real injury. Concealed amid thick jungle, they fire at their men, and before they can be reached, escape under the impenetrable cover, only to recommence firing from a new locality. It is expected that another of their principal villages, Konoma, which it was hoped would come to an agreement, will have to be destroyed, before much progress can be made towards a settlement. The Jowakis as yet shew no signs of submitting, and although it is stated that some neighbouring tribes have sent in deputations to intercede for them; no negociations have have resulted. Outrages continue to be reported from the Kohat neighbourhood. Some grass-cutters have been surprised and killed, and only one of the raiders was captured. Two police constables were wounded on the 12th instant at Nowshera. A sepoy in the Turki camp was shot dead the same night, and next night shots were fired at the camp at Shergasha. A fresh movement of the troops was began on the 15th instant, into the Nara defile and the Pustaoni valley. The Peshawur force reached Pustaoni on the 15th, with one casuality, and on the 16th., proceeded to meet the Kohat force at Mellai. The whole of the Jowaki country will then have been visited and surveyed.

Telephones are coming into practical use in India. One has been established between Shergasha and. Peshawur.

The telephone has just undergone improvement at the hands of a Frenchman, Mr. Trouve, the result of which is that the sound is heard louder, and can be carried to a much greater disstance.

The Chinese are so jealous of foreigners that they have determined not to encourage railways. The work of demolishing the Shanghai and Woosung railways, is going on rapidly, the rails having been taken up for some distance, and two of the engines taken to pieces. The whole is to be shipped off shortly to Formosa.

The Akhund of Swat is dead. He was a powerful and pious Mahomedan ruler beyond our frontier and near Cabul. The Mussulmans of Asia regarded him as a sort of oracle and a saint of the highest type, in importance next even to Mahomet. He is believed to have worked miracles in his life time and effected many cures. His habits were simple and his diet rigidly abstemious. The extent of his influence may be conceived from the fact that the Amir of Cabul and all neighbouring rulers used to consult him whenever an important political move was contemplated. The Akhund was a politician as well, and his views were chiefly remarkable for being intensely anti-English. He was one of the bitterest opponents of the British Government. Nevertheless as an enemy, he was always honourable and straightforward. His piety, benevolence, and wisdom secured to him the loyalty and admiration of all Mahomedans from one end of Central Asia to the other. There are gentlemen—Mahomedans, of course—in India who regarded him as their chief oracle.

A correspondent writes to the *Indian Mirror* from French Chandernagore :—"While the whole of the English dominion in India is groaning under taxation, the inhabitants of this station are nearly, if not entirely free, from it, and if Mr. Bright had chosen, he could have cited it as an example in his address at Manchester." What a comment this on the English Government in India. !

The *Indian Railway Gazette,* after viciously libelling the Editor of the *Madras Athenaeum,* concludes its article with the following paragraph :"We know we have written strongly, and we have done so to give Mr. Trant an opportunity of taking us into Court if he *dare.* We expect he will lash himself into a furious rage, and waste a lot of valuable time over us ; but we can assure him that we consider him a very wretched specimen of humanity."

A correspondent writes about Osman Pasha from Bucharest under date Dec. 26 :—

Osman Pasha arrived here this evening. He occupies a suite of three rooms on the first floor of the Grand Hotel Brofft. He is accompa[ni]ed by his surgeon, wh[o] acts as interpreter, as Osman himself speaks nothing but Turkish. He has also several Ottoman attendants besides the Russian Staff officer who has charge of the captive here. A guard of honour paces up and down corridor opening on Osman's apartments. No demonstrations were made on the arrival of the party in Bucharest. The hour and minute of Osman's arrival here had been mentioned so often during the past week that people had ceased to credit the many announcements, and, therefore, the general public knew nothing of the arrival until the distinghuished guest was quietly ensconced in his apartments. When Osman reached the landing of tho hotel, a little Roumanian girl stepped forward, and presented him with a beautiful bouquet of flowers. The tiny donor was lifted up by the physician of the Marshal, and the defender of Plevna bestowed a hearty kiss upon the lips of the little lady. Osman appeared greatly touched by this incident.

The Russian papers, which are not allowed to publish anything unless it has passed the official censor, have lately assumed a tone of defiance towards England which is worthy of notice. Thus the *Novoe Vremya* writes .—

What can England do ? Strengthen the garrison of Malta ? Land 30,000 troops at Gallipoli ? Send an army to Constantinople, or a squadron to Batoum ? For all these undertakings some astute diplomatic combinations are necessary which we may safely ignore, as we know their real meaning. Let us suppose the worst. Let England hand us an ultimatum to the effect that she would regard the crossing of the Balkans as a *casus belli.* Such an ultimatum would certainly not cause us any anxiety. We have ourselves stopped navigation in the Black Sea, and the winter speedily do so in the Baltic ; while to land troops in these days of torpedoes and long range rifles, is, as Mr. Hardy himself lately remarked, almost impossible. All, then, that England can do is to support Turkey with a handful of troops ; but a few thousands more could only prolong the war and increase the bloodshed, without doing us any harm otherwise. We have purposely made no mention here of India and the cruisers which might be sent out of the American ports into the Atlantic, as in Europe alone we have sufficient means of checking England's warlike propensities.

Whilst in the *Golos* we find :—

It is desirable that the representatives of the other Powers at Constantinople should enlighten the Porte as to true meaning of the last decision of the British Cabinet, and show it that England cannot give any effective aid to Turkey by land. If Germany and Austria-Hungary were plainly to declare that England has no support whatever to expect from them, this would suffice to insure the failure of Lord Beaconsfield's last ideaas of the former ones. As to Russia, she may be perfectly tranquil at the news of the premature convocation of the English Parliament, and may continue with perfect security the task she has begun, in the full conviction that Lord Beaconsfield's intrigues will not prevent her triumph.

The *Moscow Gazette* gives the following connected and interesting account of the storming of Kars :—

The night was calm and frosty. There was not a cloud in the sky, and the full moon shone brightly. The troops advanced noiselessly. No conversation or barking of dogs broke the stillness of the night. Only the occasional firing from the siege batteries, continued as it had been all day, awoke the echoes in the valleys beyond the town. Before us lay the plain stretching away forward to the lowest of the enemy's works, but we could nowhere detect the storming columns, so silently did they advance. Suddenly, about 9 o'clock, the Turks began firing. Immediately Forts Kanli and Hafiz were illuminated with innuma rable litte lights, and the confused rattle of musketry soon reached our ears. Evidently the attack had begun. Each of us involuntarily asked himself. What will be the result ? 'It is a pity," remarked one of the suite, 'that the Caucasus Grenadiers are not here to-night.' 'That it is," answered several voices ; 'they are well up to this kind of work. Many, to tell the truth, had their doubts about tne affair succeeding. We had very little chance of routing the enemy, protected by an inaccessible fortress which had resisted in 1855 the attacks of Caucasus veterans. We had been told by spies that there were 40 tabors in the place, and though we believed that statement to be exaggerated, we were convinced that there were troops enough to defend the works. Eventually it turned out that the testimony of the spies was not far from the truth, for the garrison on the day of the assault amounted to 22,000 men.

General Loris Melikoff, with his Staff, advanced to the Sustas Hall. Kanli sent us a few stray bullets, and occasionally a shell exploded in the immediate vicinity. His Highness the Commander-in-Chief watched the operations from a hill near Tchiflik-Kui. About ten o'clock, amid the ceaseless din of artillery and small arms, began to be heard shouting and hurrahs. These stirring sound came from the volunteers who had forced their way into the trenches. The Turks, perceiving the small number of the assailants, began to surround them ; but at that moment the storming columns arrived and drove the Turks into Fort Kanli. The fire then became so frequent that our troops halted. At this decisive moment the officers gave a brilliant example of self-sacrifies and rushed forward at the head of their men. The Turks could not resist the desperate charge, and retreated to the fortified barracks. Here they opened a murderous fire from the loopholes, but our soldiers, encouraged by by success, advanced over the bodies of their fallen comrades and climbed on to the roof of the building. The defenders were called upon to yield, and told that if they did not the building would be blown into the air. After some hesitation two Pashas and 300 men surrendered. Thus Kenli was captured after many heroic exploits. Count-Grabble had fallen pierced by two bullets, at the head of his column. Colonel Bellinski, noticing some confusion in the ranks of his regiment, had rushed forward to the fortification and been immediately killed. Major Geritch had been the first to climb up the parapet, and had been at once bayoneted by the defenders.

Simultaneously with the taking of Kanli, the Kutais and Vladikavkaz Regiments, under the command of General Alkhazoff, took Fort Hafiz, while the column of Prince Melikoff got possession of Suwarri almost without loss.

So far all had gone well ; but now we had a check. Prince Melikoff, after taking Suwarri, quickly crossed the river and began to storm Fort Tchim. That fort ought to have been stormed by Komaroff's column, but the Piatigorsk Regiment, having lost its way, stromed the adjoining fort, Takmash Tabia, by mistake. Though it was quite impossible to take that fort by storm, the Piatigorskers obstinately continued the attack, and even forced their way into the glacis, where they lay down behind the stones. This drew the attention of the Turks to Takmash Tabia, and facilitated the advance of our troops against the lower fortifications ; but the Piatigorskers paid dearly for the service thus rendered. The companies were diminished by a half, and the brave commander, Colonel Butchkief, was killed. Meanwhile Prince Melikoff's column continued to attack Fort Tchim, but without success. One attack after another failed, and Prince Melikoff was mortally wounded.

About 3 o'clock in the morning an orderly galloped up with the intelligence that the Nesvizhski Regiment had captured Laz Tabia, an important work to the north of the impregnable Takmash, and was advancing towards the inner fortifications. Soon aferwards a Cossack brought the good news that Karadagh had fallen. This happened not quite according to the programme The Rustais Regiment under its brave commander. Thadeef having taken Fort Hafiz, pushed on towards Karadagh by the Bairam Pasha faubourg. They climbed in silence the Karadagh heightst, crept up to the trenches, and then, with a loud hurrah, mounted the parapet. The Turks, not expecting an attack from this direction, were so astonished by the hurrah and the appearance of the Russians that they took to flight. Thus the inaccessible Karadagh, the bulwark of Kars, fell into our hands, and when the news spread among the troops every one felt that we had got a firmer footing in the fortress, The day began to break and the frost increased. Our soldiers were already storming the town. When the sun rose all the fortifications on the eastern side of the river, with the exception of Arab-Tabia (a fort to the north-west of the Karadagh), were in our possession. About 9 o'clock the firing suddenly ceased. The Turks began to evacuate the town and to move in disorderly masses towards Fort Takmash, which still held out. Now and then our seige artillery sent a shell into Veli-Pasha one of the inner forts on the west side of the river facing the citadel. At that time Lieutenant Storzhelski, a young officer of the Kutais Regiment, rode up to General Lazareff. He wore over his great coat an old sheepskin, and bestrode a magnificent charger, which he had just captured from a Turkish officer. His object was to report to the General that with three companies of volunteers he had forced his way into the Arab Tabia, and after an obstinate fight had driven the garrison to Fort Mukhliss, on the western side of the river. All now believed that the Turks collected in Takmash Tabia would send out a white flag and capitulate ; but they did nothing of the sort ; on the contrary, more than 16,000 of them formed into thick columns and moved over the Aravartinski hills in the direction of Olti. As the day was clear and calm, we could see with glasses parties of fugitives trying to escape to the hills and throwing away their arms to run the faster. To intercept these as well as the columns which were making for Olti, all the available Cavalry were sent in pursuit, and had no difficulty in executing the task. About 11 o'clock fugitives were stopped. They surrendered without firing a shot and returned quietly to the village of Bzgaha. The Shorakh and Takmash fortifications to the north-west of the town were then occupied without difficulty and the Russian colours were hoisted on all the forts.

The *Golos* publishes an article upon the early assembling of the British Parliament and the probable measure of the English Cabinet. The article concludes by declaring that Russia may await without anxiety the issue of this political episode, and may quietly continue the work which she has begun in the firm conviction that British intrigue will in no way hinder the triumph of Russia.

From Cronstadt it is reported that immediately upon the reception of the news at St. Petersburg that Her Majesty intended to convoke an early meeting of Parliament, the Russian Admiralty telegraphed to Cronstadt ordering the instant cessation of any further dismantlement of the fleet. The day following an order was issued to get ready for sea the ironclads lying in the roadstead but as the ice is drifting in large masses in the Gulf of Finland, it is doubtful whether they can be sufficiently prepared to proceed to the Baltic ports before the navigation closes.

It is said that the Secretary of State has formally expressed his full approval of the policy of the Government of India, with regard to Khelat, and of the measures which have been taken at Quetta and elsewhere to give effect to that policy.

It appears that Osman Pasha had three weeks' military supplies before he surrendered Plevna. The *Daily News* correspondent however justifies him in this way:—

As regards the condition of Plevna, I know nothing about the amount of provisions the inhabitants still had. I think they must have been nearly at the end of their supplies; but as regards the military supplies, my belief is that Osman still had enough to hold the place three weeks longer. There were at least one thousand head of cattle yoked to the waggons of the train that attempted a sortie. There was a certain number of horses, perhaps two or three hundred, some flour and rice, though I am unable to say how much. Tefik Bey acknowledged they had still supplies for the week. Under these circumstances, it may be asked, if Osman did not make a mistake in attempting a sortie now instead of three weeks later when he might have made the attempt with equal chances of success. His duty was to hold the Russians here as long as possible. In three weeks the weather might so have changed as to prevent the Russians from attempting a march on Adrianople until next spring, which would have given Mehemet Ali time to organise the army he is now trying to form. If Osman could have held out a month longer, it might have altered the situation very materially in favor of the Turks.

On the other hand, several reasons have been offered to explain the attempt to break out at present, either of which would be sufficient to justify Osman. It only remains to ascertain which of these reasons decided him to act. In the first place, I have heard it said, though I have not had time to investigate the report before leaving. that an epidemic something resembling plugue had broken out in the town, which threatened in a few days to spread annihilate the whole population and army as well. When we remember that some thousands of dead bodies were eft to lie and rot around Plevna, the condition of the hospitals, of the wounded and sick, the privations and the destitution of part of the inhabitants, the report is by no means improbable and such a danger would justify Osman in attempting a sortie, while he yet had an army with which to do it; for the impression is general—and this is the second reason given for making the attempt—that Osman really hoped to break through. It was no mere dash made with the intention of saving military honour in order to capitulate afterwards, but a genuine effort in which he flung his force against the Russian lines in the hope of breaking them with one mighty blow. It is thought he was decived; that he believed Gourko's departure with the Guard had so weakned the Russian line that he had a fair chance of success. There was some ground for this belief, because Gourko has, it can do no harm to say so now, over thirty thousand men of the best troops of the Russian army of the Guard. Osman might easily know of the departure of Gourko. It would be difficult for him to ascertain with what force he had been replaced. The only means of ascertaining whether the barrier before him was a solid wall, or only a curtain, was by driving his sword through it. How mghty was the blow he struck I have already described. The chances to a man inside Plevna may have appeared in favor of success in a sortie, and the moment most favorable for attempting it. As to Gourko's army he evidently hoped to avoid it by striking for Widdin. Finally, another reason given for Osman's attempt is orders from Constantinople to cut his way out at all hazards. Such an order would, of course, notify Osman as to the difficulty of the order reaching him. That would have been easy enough. If the Russians had caught a man carrying such an order through their lines, they would have set him at liberty, and sent him on his way rejoicing. They would willingly have transmitted the order to Osman had the occasion presented. Thus there is no doubt that if the order were sent from Constantinople, Osman is sure to have received it. This thefore may account for his attempt. It was evidently a mistake on the part of Osman to make the attempt now instead of waiting until he had only three days' rations left, but it does not appear that it was a mistake he could have avoided, or for which he is responsible.

Even the *Pioneer*, the Government organ, ridi cules the new Indian Order with which some of our native title-hunters have been dubbed. The Allahabad paper writes:—

Lords Beaconsfield and Salisbury are considering, i is said, one more Order of Indian chivalry. If institutedt the new Order will be given *virginibŭs puerisqūe*, to *baba logs* in fact; and will be called the Order of Indian Infants. Grandchildren of Her Majesty the Queen and Empress of India, grandchildren of member of Council, the junior members of the various revenue boards, and others, will be eligible. The motto of the Order would be *Ospes imperii*.

The same paper writes:—

It would be perfectly possible, in a few weekss to abolish at a blow three-fourhs of the Artillery hospitals and dispensaries in India, by combining them with the European Infantry hospitals; it would be perfectly possible to abolish all the Station Staff dispensaries, by amalgamating them with the European military hospital dispensaries. Efficiency would be developed, surveillance would be easy, and economy would be achieved. In England these changes have taken place, having been forced on by public opinion and by questions in the House. No such forces are in operation in India, and corresponding reform here is neglected.

And yet Sir John Strachey assures us that the re is no room for retrenchment.

The Cairo Correspondent of the *Times* takes a gloomy view of Egyptian finance. Notwithstanding the European administration of the Finance Department, great oppression is being practised in writing the uttermost farthing from the fallaheen. All over the country land is being abandoned, sold or seized. The land-tax itself is not very heavy; but besides the regular assessment, the cultivator has to pay a number of imposts, legal and illegal. The peasantry are not the only people who have been faring badly. Salaries of Government officials have not been paid for a long time, the Government having no money to pay its servants with. The alleged revenue of the country upon which Mr. Goschen's scheme for the settlement of the Public Debt of the country was based, was ten millions and a half, of which four millions and a half were assigned to the Government and the rest handed over to creditors. Now, the actual revenue has turned out to be far short of the promised figures, and other creditors than those for whom the settlement was made, have come forward. The income from all the sources of revenue is much less than what had been reckoned upon. It is now found that the estimates of revenue were too sanguine. Of the five million acres of land which are cultivated in the country, a million belongs to the Viceroy and to the various members of the Viceregal family. The correspondent thinks that unless the expenditure be retrenched and the interest on the debt reduced, Mr. Goschen's scheme would prove a failure.

The *Indian Tribune* writes:—"The agricultural condition of some districts in the Rae Bareli division of Oudh is still so bad that, on the representation of the leading talukdars, His Honor the Lieutenant Governor deputed his Personal Assistant last week to visit the distressed districts. Major Erskine has returned to Allahabad, but the results of his inspection are not yet known. It is not unlikely that considerable remissions of land revenue will have to be sanctioned by the Government."

The horrors of Plevna are thus described by the *Home News*:—

The sufferings of the sick and wounded—and there are legions of both—in the Russian and Turkish camps are appalling. The climax of agonies and horrors is reached in the hideous tale which comes to us from Plevna, and for which we are indebted to a special correspondent of the *Daily News* who visited the city shortly after its surrender. The description given by this writer may be regarded as an indictment equally against the thoughtlessness and inhumanity of Turks, Russians, and Bulgarians. "Plevna," he says, "is one vast charnel house, surpassing in horor anything that can be imagined." During the period of defence Osman Pasha failed to take any precautions for the sick and the wounded. Meanwhile, the Russians, with whom for somewhile the fall of that place must have been a moral certainty, made no provision for the suffering victims of their victory. The consequence was, that when Osman's last sortie failed, and the Russians occupied the town, there was an immense mass of human suffering of the most acute kind. But the Russians were too much occupied with their celebrations of triumph to trouble themselves on this score. The wounded and the dying remained, therefore, unattended. Presently the Bulgarians were employed to clear the place of the putrefying corpses. In the duty they discharged in a most brutal and indiscriminate manner, mixing in the same carts those who were only dying with those who were actually dead. Stories scarcely less horrible, though it may be hoped less true, come to us from Armenia. The Russian officers are accused of compelling Turkish women to march through their camp naked, and also of compelling wounded Turkish prisoners to perform the distance between Kars and Erzeroum on foot. But happily confirmation is wanting of these further horrors.

Under the heading of "Lord Beaconsfields' Policy," there appears in the *Daily News* of Dec. 26th, a letter which is a very fair specimen of a political squib. The writer facetiously professes to be in a position to inform the world on the very highest authority what the Prime Minister will have done by the time Parliament meets:—1. An ultimatum clenched by a threat of war will have been sent to France declaring the Mediterranean a *mare clausum*. 2. Germany will be similarly informed that she must not increase her navy lest she should menace English interests in Heligoland. 3. Italy will be told to deliver up to England the Duilio and Dandolo, or the alternative will be war. 4. On the same terms Austria will be directed to break loose from the Triple Alliance 5. Spain will be prohibited from augmenting her fleet in the Mediterranean, and to renounce all hankerings after Gibraltar. 6 and 7. Russia and Turkey will receive intimations couched in a like tone. 8. The United States, under penalty of war, will be instructed not to increase their armaments lest British interests should be directly or indirectly overrun. 9. China will be told to discontinue firearms and return to bows and arrows, and "not to approach India on pretence of conquering Kashgaria or otherwise, as all these things are obviously dangerous to British interests in China, India, or elsewhere. 10. Japan will receive an ultimatum ordering her to re-take Saghalien from Russia, as the possession of that island by the Czar might become a serious menace to British interests if we ever found it desirable to add to Australia, New Zealand, India, our Chinese settlements, and our Asiatic possessions, the acquisition of the Japanese isles, which, being the *analegue* in the far East of the British Isles in the west, ought obviously to belong to us.

We understand that, as already intimated in Her Majesty's speech on opening Parliament, the Government of India will shortly appoint, under the orders of the Secretary of State, a commission to investigate the various phenomena of Indian famines, to enquire into their nature, causes, and treatment, and to report upon the best measures that can be adopted for their prevention or mitigation in the future.

The new telegraph building in Bombay, a magnificent creation, has, it is said, been condemed as unfit for the purpose for which it was erected. The rooms are quite unsuitable, and there is only one cook-room for the accommodation of from 100 to 150 people. The sanitary arrangements are also insufficient.

One lakh of rupees has been sanctioned for the purchase of material for Government House at Simla. Government can find money for this but not the Delhi College.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 17th January.

Austria and England have informed Turkey and Russia that, while admitting an armistice, they will not recognise a separate peace, contrary to the Treaty of Paris of 1856, without their assent.

Greece is arming, and an outbreak in Thessally and Epirus is imminent.

Bombay, 17th January 20hrs. 15m.

Telegrams by post from Alexandria up to London date of the 4th January report that General Cialdini the Italian Ambassador at Paris has resigned on account of ill heath.

Diplomatic communication form the French Foreign Minister states that the policy of the French Government in the Eastern question is one of political expectancy, but that France could never remain indifferent to any change in the political geography of the mediterranean littoral.

Midhat Pacha was called to London on the 1st. It is believed this measure was in connection with the negotiation for an Armistice.

A telegram from Canea in Crete states that a large number of christian families on the 1st attempted to enter Rettimo but that they were hindered by the Turkish population who maltreated them and shut the gates against them. The English Vice Consul was pursued by the Turks sword in hand. The Troops remained inactive and no serious consequences resulted from the outrage. The English ironclad Rupert has arrived at Rettimo.

Sir Hanry Elliot lately British Ambassador at the Porte is appointed Ambassador at Vienna replacing Sir Andrew Buchanan.

London Jan. 17.

Both Houses of Parliament have voted an address in answer to the Queen's Speech. In the debate which followed the motion in the Lords, Lord Beaconsfield reiterated what he had said on former occasions, that the policy of Government would remain one of conditional neutrality, but that if British interests were threatened, the Government would not hesitate to defend them.

Lord Salisbury said that the waves of war were approaching very closely to localities defined as British interests. His Lordship denied that any differences existed in the Cabinet.

In the House of Commons, Sir Staford Northcote said that the Government proposes to do nothing at persent, because they are ignorant of the proposals Russia intends to make.

Mr. Gladstone spoke in terms of approval of the policy of the Government, as set forth in the Speech.

London, Jan. 18.

House of Lords agreed without division to address in reply to speech from throne. Debate in commons on address been adjourned in consequence of Irish members moving amendment to address demanding consideration of home rule Lord Hamilton gave notice of motion in commons for Select Committee as to expediency of constructing public works in India by aid of loans. London papers of to-day approve Queen's speech.

Advices from Rome state funeral King Italy was carried out with great pomp at Pantheon. Prince Frederick William of Germany and other Princes attended.

London, 19th January.

The Russian loss in the capture of the Schipka Pass was 5,464 men. The Russians have occupied Philipopolis, and threaten Adrianople. There is a suspension of hostilities in Bulgaria.

The Blue Book on the Eastern Question shows that Lord Derby all along informed Turkey, in a decided manner, that there was no hope of British intervention

London 20th January.

The House of Commons have negatived an amendment to the address, in reply to the speech from the throne, brought forward by the Irish members.

Captain Andrew Scott, 4th Sikhs, receives the Victoria Cross for his gallantry during the late *emeute* at Quettah.

The Russians have occupied Hermanti, and have arrived before Adrianople, which the Turks have evacuated. The retreat of Suleiman's army is threatened. The Mahomedan population of Roumelia is flying to Constantinople. There is a general rising in Thessaly.

Advices from the Cape state that there has been a general rising among the Gaikas, followed by severe fighting, which resulted in success to the British arms.

The Troop-ship *Serapis* has passed the Suez Canal homewards.

London, January 21.

Suleiman Pacha with his army has retreated to the Rhodope mountains, South of Roumalia. The Turkish delegates, deputed to arrange the armistice. have arrived at the Russian head-quarters.

London, January 21.

The statement that hostilities had ceased in Bulgaria is premature.

Gazi Ahmed Muktar has been appointed Commander of the Turkish line of defence at Constantinople.

The Turks devastated the country between Tartar Bazardchik aud Philipopolis.

An insurrect on has broken out in Macedonia.

London, 22ad Janauary.

A Despatch from the Secretary of State for India to the Viceroy, dated the 10th instant, recognises the ability aud devotion of Lord Lytton and other officials during the famine, and recommends that a commisson of three or five impartial presons be appointed to enquire into the best means for its prevention in future.

In the House of Commons last night, Sir Stafford Northrote, in reply to a question, said the English Government was as yet ignorant of the conditions upon which Russia would conclude peace.

The Honorable R. Bouke said the Chefoo Convention was not yeat ratified. The Government was awaiting despatches from the Indian Government before deciding on the commercial points of the convention.

Lord George Hamilton said he was unaware that Maharajah Scindia had mottited to visit the Lieutenant Bovernor of Bengal

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে দুর্ভিক্ষের কষ্ট অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাকার অধিকাংশ স্থানেই জ্বর, বসন্ত, ও ওলাউঠা হইতেছে। ভিজাগাপাতাম ব্যতীত আর প্রায় সর্ব্বত্রই উক্ত রোগে বিস্তর লোক মরিতেছে।

—বোম্বাই সহরে ২৯টী সূতা ও কাপড়ের কল আছে। আরো কয়েকটি সত্বর স্থাপিত হইবে। এই সকল কলে ৮০৯৫২৪টি চরকা ব্যবহৃত হয়। তথায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খাটিতেছে ও গড়ে প্রত্যহ ২০৩৪৮ লোক কাজ করে। সহরের বাহিরে আরো এগারোটি কল আছে।

—টিকারির মহারাণী ৯ই জানুয়ারিতে বৃন্দাবনে মানবলীলা সম্বরণ [ক]রিয়াছেন।

—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে এই রূপ হিম পতিত হয় যে শীতে গোধুম এবং অন্যান্য হৈমন্তিক শস্য সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—মান্দ্রাজে তুলার বাণিজ্য কিরূপে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে মান্দ্রাজ টাইমস তাহার একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস দিয়াছেন। ২২ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে মোট ২৫ লক্ষ টাকার তুলার বাণিজ্য হইত। তদবধি নানা রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাণিজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং পূর্ব্বে যত টাকার তুলার বাণিজ্য হইত এই ২২ বৎসরে তাহার ছয় গুণ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ৫ বৎসরের গড় পড়তা করিলে দেখা যায় যে, মান্দ্রাজে ১৩৭ লক্ষ টাকার তুলার বাণিজ্য হইতেছে। ১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তুলার মন গড়ে অন্যূন ১০ টাকা এবং অনধিক ১২৷৷০ টাকা হারে বিক্রয় হইত। ১৮৬১ খৃ অব্দে তুলার মন ১৫ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় এবং এই বৎসর এখান হইতে ২৭১ লক্ষ টাকার তুলার রপ্তানি হয়। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে আবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শত করা ২৪ মন কম তুলার রপ্তানি হয়। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই সময় আমেরিকাতে আত্মকলহ উপস্থিত হওয়াতে ভারতবর্ষের তুলার বাণিজ্য সহসা বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের তুলার টান ইংলণ্ডে ভারি বৃদ্ধি হয় এবং মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া উঠে, ও মান্দ্রাজ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা শত করা ৪০ মন অধিক তুলার রপ্তানি হয়। ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৫ ও ৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকায় গৃহ বিবাদ থাকে এবং এই কয়েক বৎসর তুলার রপ্তানি ও তুলার মূল্য সমান বেগে বৃদ্ধি হয়। শেষ বৎসর মান্দ্রাজ হইতে ১২০ কোটী টাকা তুলার রপ্তানি হয়। এবৎসর মান্দ্রাজ হইতে যত টাকার তুলার আমদানি হয় মান্দ্রাজ হইতে এত টাকার তুলা আর কখনই রপ্তানি হয় না। আমেরিকার যুদ্ধ স্থগিত হইলে ভারতবর্ষের তুলার রপ্তানি কমিয়া যায়। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আমেরিকায় শান্তি স্থাপন হয় এবং সে বৎসর ১১ মাসে মান্দ্রাজ হইতে মোট ৫০ লক্ষ টাকার তুলার রপ্তানি হয়। ১৮৬৭ ও ৬৮ খৃঃ অব্দে আবার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ রপ্তানি হইতে থাকে, আবার তাহার পর বৎসর প্রায় চতুর্গুণ হইয়া উঠে। তদবধি মান্দ্রাজ হইতে অন্যূন এক কোটী টাকা এবং অনধিক দুই কোটি টাকার হিসাবে তুলার রপ্তানি হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের মধ্যে বেলারি, টেনিবলি, কৃষ্ণা, কার্নূল, কইম্বুটোর, মাদুরা, কাদাপা প্রভৃতি তুলার প্রধান স্থান। মান্দ্রাজে প্রায় ৫০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে তুলার আবাদ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখন বিলাতে মান্দ্রাজি তুলার তত আদর নাই। ম্যাঞ্চেষ্টরে আমে[রিকা] ও মিশোরদেশের তুলারই অপেক্ষাকৃত অধিক টান। সুতরাং [তু]লার চাষের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় লোকে আর যত্ন দেখায় না। মান্দ্রাজে যে তুলা জন্মে তাহা মহীশূর ও বোম্বাইয়ে প্রায় ব্যবহার হয়।

প্রেরিত

পুলিশের অত্যাচার।

মহাশয়! পুলিশের অত্যাচারে বঙ্গরাজ্য অস্থির, বঙ্গীয় ভদ্র পরিবার ব্যতিব্যস্ত, এবং বাঙ্গালার সম্বাদপত্রের সম্পাদকেরা বিরক্ত। [পূর্ব্ব] অবস্থায় পুলিশের অত্যাচার সম্পাদকদিগকে জানাইলে তাঁহারা সাগ্রহ চিত্তে প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এখন পুলিশ পুরাতন হইয়াছে। সম্পাদকদিগের ঘৃণা জন্মিয়াছে, এবং ক্লান্ত রাজশক্তিও নিদ্রিত আছেন, [পী]ড়িতের ক্রন্দন কে শুনিবে, অত্যাচারিতের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম কে রক্ষা করিবে? এই যে একাকী রাত্রে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসিয়া লিখিতেছি, তথাপি ভয়ে লেখনী কাঁপিতেছে, পাছে পুলিশ আমাকে চিনিতে পারে, পাছে সত্য কথা বলিতে যাইয়া পুলিশ চক্রে মিথ্যাবাদী হই, [অ]বিচারে নীত হইয়া কারাদণ্ডে বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হই, এই ভয়ে শরীরের শোণিত শুখাইতেছে! এ ভাবে আর কত কাল থাকিব? কবে প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা বলিবার অধিকার পাইব? কবে আমদের এই আর্য্য-ভূমি সোনার ভারতে 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং' দেখিয়া হৃদয় জুড়াইব? নাম ধাম গোপন করিয়া যদি পত্রে এ বিষয় কিছু লিখি, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিবেন না, ইহা এক রূপ স্বতঃ সিদ্ধ। অদ্যকার এই 'বোবা' আর এক বার অমৃত বাজারে "যমের অত্যাচার" বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া ছিল। সম্পাদক বলিলেন, "আমরা যমকে ঘাটাইতে চাই না।" যদি সাহসী অমৃত বাজারের সম্পাদক যমের নামে ভীত হন, তবে ক্ষুদ্র প্রাণী পোকা মাকড়ের উপায় কি হইবে? যাহাহউক, অদ্য আপনাকে একটি ঘটনার যে ছায়া মাত্র দিতেছি, তাহা পাঠ করিয়া আপনি (এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে আপনার পাঠকবর্গও) দেখিবেন, এরূপ অত্যাচারে মাটির শরীরে রাগ হয় কি না, মৃত দেহে অত্যাচার প্রতিশোধ বাসনা জন্মে কি না, এবং অত্যাচারীর বিনা দণ্ডে মুক্তি দেখিলে শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কি না! অদ্য ঘটনাটির ছায়া মাত্র পাইতেছেন, যদি সময় উপস্থিত হয়, ঘটনা সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের নাম ধাম অবশ্যই জানিবেন।

মফস্বলের কোন থানার অধীনে একটি চুরি হয়। সেই চুরির তদন্ত করিতে কোন এক জন হেড কনেষ্টবল যায়। চুরি স্বীকার করাইতে অধিকাংশ পুলিশ লোককে কিরূপ যন্ত্রণা দেয়, তাহা পুলিশ অস্বীকার করুন, রাজপুরুষেরা দেখিয়াও না দেখুন, বাঙ্গালী মাত্রেরই বিদিত। প্রেরিত হেড কনেষ্টবল একটি দরিদ্র মুসলমানকে চোর বলিয়া প্রহার করিতে থাকে। প্রহার সময়ে, প্লীহা ব্যপদেশ যে বাঙ্গালী জাতিতে এখনও সংক্রামিক হয় নাই, এ কথা নির্ব্বোধের মনে উঠে নাই। এই আসুরিক প্রহারে সচরাচর যে ফল ফলিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ অসহায় মুসলমান মরিয়া গেল!

তাহার মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়বর্গ হাহাকার করিতে লাগিল, এবং হেড কনেষ্টবলের নামে খুনের লালিশ করিতে প্রস্তুত হইল। হেড কনেষ্টবল দেখিল বিপদ উপস্থিত। কিন্তু যাহার অর্থ আছে তাহার বিপদ কি? যে আজন্ম পরের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, একটা দুইটা খুন তাহাকে কত বিপদে ফেলিতে পারে? আত্মীয়েরা হেড কনেষ্টবলের টাকা খাইয়া বশীভূত হইল, এবং তাহার পরামর্শক্রমে মৃতের সমাধা কার্য্য নির্ব্বাহ করিল।

ঐ মৃত ব্যক্তির জমিদার এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি স্থানান্তরে ছিলেন, সেই সময়ে বাটীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিলেন, এবং রাগে অধীর হইয়া মৃতের বাটীতে গেলেন। তাহার আত্মীয়বর্গ সমস্ত ঘটনা ব্রাহ্মণের নিকট নিবেদন করিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমরা হেড কনেষ্টবলের নামে থানায় এজাহার দেও।" তাহারা তাহাই করিল। হেড কনেষ্টবল দেখিল, বিপদ গেল না, বরং গাঢ় হইতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই রজতময়ী মুদ্রার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া অজ্ঞান চাসাদিগকে মুগ্ধ করিল। তাহারা মুগ্ধ না হইবে কেন? যে অসহ্য শীত রৌদ্রবহন করিয়া আজন্মে ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে না, সে বিনা পরিশ্রমে মূহূর্ত্ত মধ্যে দুই শত টাকা পাইলে এক জন মৃত আত্মীয়ের অত্যাচার-প্রতিশোধ কেন না ভুলিবে? যদি শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত [জ্ঞান না হউক] বিদ্যা লাভ করিয়া, 'দুগ্ধ-ফেননিভ' শয্যায় শয়ন করিয়া ঘৃত মধু মিষ্টান্নে ডুবিয়া থাকিয়াও মহাত্মারা উৎকোচের নাম শুনিয়া লোভে জিহ্বার লালাবর্ষণ করিতে পারেন, তবে কুটীরবাসী, শাকান্নভোজী, চির দরিদ্র, আজন্ম দুঃখী কৃষকের মন উৎকোচে ভুলিবে না কেন? দুরাত্মা তাহাদিগকে এতদূর আয়ত্ত করিল যে, তাহার পরামর্শ ক্রমে তাহারা তাহাদের পরমহিতকরী জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এবং সেই নিরীহ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাহার প্রজাকে বধ করিয়াছে বলিয়া আবার থানায় এজাহার দিল। তখন ব্রাহ্মণ নিরুপায়, তাহার সাহস নাই, সম্পত্তি নাই,—এক রুগ্ন জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত জগতে দুঃখের দুঃখী বা সুখের সুখী আর কেহ নাই। এদিকে হেড কনেষ্টবল তাহার প্রবল শত্রু;—এজাহার পড়িবামাত্র ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ বাহির হইল।

ব্রাহ্মণ বিপদ দেখিয়া অস্থির হইল। গ্রামে অপর ভদ্রলোক নাই। ছোট লোক যাহারা আছে, তাহারা টাকা খাইয়া তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইল, যাহার উপকার করিতে গেল, সে স্বয়ং টাকার অনুরোধে উপকারীর প্রাণের কাল হইল। অর্থ বল নাই, লোক বল নাই;—সাহস বুদ্ধি কে দেয়? এদিকে পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসিতেছে জানিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিল।

অন্য আর এক গ্রামে এক জন মধ্যমাবস্থার ব্রাহ্মণকে সে মাতুল বলিয়া ডাকিত এবং অনেক সময়ে তাঁহার বাটীতে থাকিত, পলায়ন কালে মনে করিল তাঁহার নিকট যাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তাঁহার বাটীতে গেল, কিন্তু তাঁহাকে সে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিত, সুতরাং সহসা এ সকল কথা জানাইতে সাহস পাইল না;—হয় ত মনে করিল, তাঁহাকে জানাইলে প্রতিকার লাভের আশা অতি অল্প, পরন্তু তিনি এ সকল কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাহাকে গালি ভৎর্সনাও দিতে পারেন। এদিকে পুলিশ বিপক্ষ;—বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা কি? যে পুলিশের প্রভাবে মহারাজ মলহর রাও রাজ্যচ্যুত, রাজা যোগেন্দ্র নাথ কাবারুদ্ধ, সে পুলিশের অত্যাচারে অর্থহীন অসহায় ব্রাহ্মণ কি রূপে রক্ষা পাইবে?

তাহার মনে চিন্তা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল, অত্যাচারী পুলিসের নিষ্ঠুরাচরণ, অর্থগৃধ্রু রক্ষকদিগের তীক্ষ্ণ বেত্র, জেলখানার ভীষণ অন্ধকূপ, দোলায়মান ফাঁসরজ্জু,—ক্রমে সকলই তাহার মনে দেখা দিল, জীবনের আশা একেবারে নির্ব্বাণ হইল! যাহার আশা নাই, সে কি লইয়া জীবন ধারণ করিবে? জীবনভার অসহ্য হইয়া উঠিল, অবশেষে গভীর রাত্রিতে মাতুলের আম্রবাগানে উদবন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল!

সম্পাদক মহাশয়, ব্রাহ্মণটী যেন নির্ব্বোধের মতই প্রাণটা দিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার হত্যাকারী কে? দুই মহাপ্রাণী এই রূপে হত্যা করিয়াও কি হেড কনেষ্টবল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ থাকিবে? আর প্রথম খুন সম্বন্ধে গ্রামের লোক যে পুলিসে ভিন্ন ভিন্ন বারে ভিন্ন ভিন্ন এজেহার দিল, তাহার কি কোন তদন্ত হইবে না? দেখি কি হয়,—যাহা হয় আপনি জানিতে পাইবেন।*

২৯শে পৌষ। ১২৮৪ সাল। বশম্বদ বোবা।

* পত্র প্রেরক পুলিশের একটী অত্যাচার অবলম্বন করিয়া সমস্ত পুলিশকে নিন্দা করিয়াছেন এটি তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। পুলিশে অনেক খারাপ লোক আছে সত্য, কিন্তু আজ কাল উহাতে বিস্তর ভাল লোকও প্রবেশ করিয়াছেন। সং।

বিজ্ঞাপন।

সতর্কতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হরচন্দ্র মল্লিকের গলিতে ৯ নম্বর ও ১০ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি আছে এবং বাগবাজার ষ্ট্রীট ১৮ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি আছে তাহা যেন কেহ খরিদ করেন না ও বন্ধক রাখেন না। প্রথমোক্ত দুটী বাড়ী নীল মনি মল্লিক এক খানি দান পত্র দ্বারা তাহার স্ত্রী শ্রীমতি বিন্দ মনি দাসীকে তাহার জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া যান এবং বিন্দু বাসিনীর মৃত্যুর পর উহা চিরকালের নিমিত্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসীর সম্পত্তি হইবে। শেষোক্ত গৃহটি উক্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী তাহার নিজ নামে খরিদ করেন, কিন্তু উহার দলিল দস্তাবেজ সমস্ত তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি উপরিউক্ত গৃহ ও উহার সংলগ্ন জমি সকল ক্রয় করেন কি বন্ধক রাখেন তাহা হইলে তিনি ঝঞ্ঝাটে ও গোলমালে পড়িবেন।

কলিকাতা। মহেন্দ্রনাথ হালদার
২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৭। উক্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসীর
এটর্ণী।

TIRHOOT STATE RAILWAY.

Wanted.—Three experienced Goods Clerks. Those accustomed to Transfer Yards preferred. Salary Rs. 60 per month rising. Apply personally with certificates to Traffic Superintendent Somstipore.

সেবন করিলে বুঝিতে পারিবেন।

"টনিক ড্রপ" ইহা দ্বারা পূরাতন জ্বর (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া) প্লীহা, যকৃত, উপদংশ ও ধাতু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া, শীর পিড়া প্রভৃতি অতি স্বল্প দিবস ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া, শরীর বলকারক করে। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

"গনোরিয়া মিক্সচর" ইহা দ্বারা নূতন ও পূরাতন মেহ রোগ এক বারে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা

আমাদিগের ঔষধিতে পারা ইত্যাদি কোন প্রকার অনিষ্টকর ধাতু নাই। যদ্যপি ডাকের বা অন্য কোন প্রকার টিকিটে কেহ মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে টাকা প্রতি /০ এক আনা বাট্টা সহিত পাঠাইবেন। শিশির উপর প্রশংসা পত্র সহ ব্যবহার প্রণালীর কাগজ বেষ্টিত থাকিবে।

কেঃ এমঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানি (ড্রগিষ্টস)
বেনারস।

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।

১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিলাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।

১২ শিশি ৫ টাকা ২৪ শিশি ১০ টাকা।

ক্যাম্ফার ১ টাকা।

পকেট কেস	শিশি	১২	২৪	৩০	৩৬	৬০
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক		৭	১২	১৫	"	২৮
১ ড্রাম শিশি		৯	১৬	"	"	
২ ড্রাম শিশি		১২	২০	"	৩০	

বিনা পুস্তক।

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,
হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

ইষ্টিমার ক্যাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মুল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১৷৹
ঐ	ভৈষজ্যতত্ত্ব ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।৹
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	লাউঠার বাক্স ২০ শিশি	১০
ঐ	ঐ ঐ ১০ শিশি	৬

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে : ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমুহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।
৩৪, কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট।

শরত সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১৶ ডাকমাসুল ৴৷

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব"
——বান্ধব।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	।৹
রায় দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত জামাই ষষ্ঠী	৶১৹
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ ও গোড়া মহেশ্বর	॥৹

এই পুস্তক গুলি সংস্কৃত ডিপজিটরি ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তুল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

DR. H. GANGOOLY'S.
SPECIFIC PILLS.
(Infalliable cures)

Goncerhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.
with postage Rs. 2 Ans 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

প্রথম ভাগ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ১ এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইল।"
বঙ্গদর্শন।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্টান-হোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, রায় যন্ত্রে, ও মজুমদার এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে।

পত্তনি দিবার
বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পুর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়াও কারণ বশত স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যতর কার্য্যকারক যুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, আশ্বিন ১২৮৪ সাল। } শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী
শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী
শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

নুতন পুস্তক!!

বৃত্র সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৵০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের
এবং
পূরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি
পীড়ার পারক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মুল্য ৩৸০ এবং ৬৸০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ	ঐ	৩॥০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মুল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের
জলের কলের পার্শ্বের গলি)
কলিকাতা।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, জেলা বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসি গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রসাধ্য ব্রণাদি রোগ চিকিৎসক ৺ বিষ্ণুহরির বংশজ আমি মহানগরী কলিকাতার শোভাবাজার নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ৪নং বাটীতে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছি। পৃষ্ঠাঘাত, ওষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ভগন্দর, অর্শ, নালিঘা, উপদংশ বিদ্রধি ইত্যাদি উৎকট রোগ আমা কর্ত্তৃক অতি উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত পারদ ঘটিত রোগের অতি উত্তম তৈল এবং সেবনীয় ঔষধ ও প্লীহা, যকৃত, রক্ত আমাশয়ের অতি উত্তম অবধৌতিক ঔষধ আমার নিকট আছে। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ললিত চন্দ্র সেন তথা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তথা শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু বেঙ্গক্লার্ক ও হাটখোলাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সমীপে আমার ও আমার বংশের চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবেক।

শ্রীহরমোহন দাস ডাক্তার।

ডাক্তার হরিশচন্দ্র শর্ম্মা কৃত।

টক্সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসুত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ডাল বাঁধা	২৷০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ	১
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়।

উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিশে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশচন্দ্র শর্ম্মা কৃত জিবন রক্ষক ১ম ভাগ মুল্য ॥০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মুল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মুল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশচন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারি ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রারি কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।